নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

জানা অজানা সফরে
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র – ২৬ ভাদ্র, ১৪৩২ ঃ ০৬ সেপ্টেম্বর – ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 44, 06 Septembe - 12 September, 2025

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কোটি কোটি টাকা পুজো অনুদান দিলেও কেন বিরল

রোগের আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য যন্ত্র কেনা যাচ্ছে না? রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। এ বিষয়ে বেশ কয়েকটা নির্দেশ রাজ্য মানেনি বলেও অভিযোগ।

রবিবার : সারাদিন বার বার সময় বদলে শেষে রাতের বেলায়

নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত ১৬০৪ জন দাগি চাকরি প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। দেখা গেল এদের মধ্যে ১৪০০ জন নতুন করে পরীক্ষা দিতে নানা স্তরে আবেদন করেছে। বাতিল হয়েছে সেসব অ্যাডমিট কার্ডও।

সোমবার : ফের বিমান দুর্ঘটনা। দিল্লি থেকে ইন্দোর যাওয়ার পথে

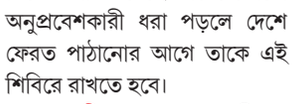

এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ২৯১৩ উড়ানের ডান দিকের ইঞ্জিনে আগুন দেখা যায়। অন্য ইঞ্জিন চালু থাকায় বিমানটিকে ফেরানো হয় দিল্লিতে। জানা গিয়েছে যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

মঙ্গলবার : জুন যা পারেনি তা করে দেখালো সেপ্টেম্বর। সেবার এসসিওর

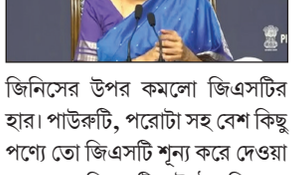

যৌথ ঘোষণাপত্রে পোহেলগাঁও স্থান না পেলেও এবার পাকিস্তানের উপস্থিতিতেই ঘোষণাপত্রে তীব্র নিন্দা করা হল ঐ পৈশাচিক হামলার। এই ঘোষণাপত্রে রাশিয়া, ইরানের সঙ্গে সই করেছে চিনও।

বুধবার : দেশে অভিবাসন ও বিদেশী নাগরিক সংশোধনী আইন

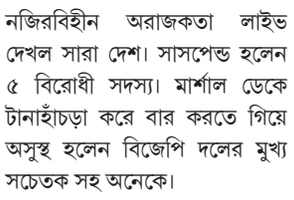

কার্যকর হতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে আটক শিবির তৈরির নির্দেশ জারি করেছে। রাজ্যে কোনো অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে দেশে ফেরত পাঠানোর আগে তাকে এই শিবিরে রাখতে হবে।

বৃহস্পতিবার: বহুদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে নিত্য প্রয়োজনীয়

জিনিসের উপর কমলো জিএসটির হার। পাউরুটি, পরোটা সহ বেশ কিছু পণ্যে তো জিএসটি শূন্য করে দেওয়া হয়েছে। জিএসটি উঠে গিয়েছে জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমাতেও।

শুক্রবার: স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়

নজিরবিহীন অরাজকতা লাইভ দেখল সারা দেশ। সাসপেন্ড হলেন ৫ বিরোধী সদস্য। মার্শাল ডেকে টানাহাঁচড়া করে বার করতে গিয়ে অসুস্থ হলেন বিজেপি দলের মুখ্য সচেতক সহ অনেকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শুধু কর কমালেই হবে না নিশ্চিত করতে হবে মূল্যহ্রাস

ওঙ্কার মিত্র

অর্থনীতির কূটকচালি সরিয়ে রেখে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে জিএসটি হার পুনর্মূল্যায়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের টিমের গত বুধবার রাতের সাংবাদিক সম্মেলন স্বস্তি দিয়েছে খেটে খাওয়া আপামর ভারতবাসীকে। এই সম্মেলন জানিয়ে দিয়েছে জিএসটির হার কমে যাওয়ায় নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসের দাম কমতে চলেছে আগামী নবরাত্রির প্রথম দিন অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর থেকে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে কমতে চলেছে জিএসটির হার। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে উঠে যাচ্ছে ১২ ও ২৮ শতাংশের স্তর। তার বদলে শুধু থাকছে ৫ ও ১৮ শতাংশ। এর বাইরে গুটখা, পান মশলা, সিগারেট, কার্বোনেটেড পানীয় সহ বিলাসবহুল দ্রব্যে লাগু হবে ৪০ শতাংশ জিএসটি। পাউরুটি, পরোটা সহ জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমায় জিএসটি হচ্ছে শূন্য। জিএসটির পরিমান কমছে জীবনদায়ী ওষুধেও। প্রধানমন্ত্রী একে উৎসবের মরশুমের আগে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য সুফলদায়ক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও এ ইঙ্গিত তিনি আগেই

দিয়েছিলেন লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে।

তবে যাদের জন্য এত আয়োজন সেই সাধারণ মানুষের মনে স্বস্তির পাশাপাশি দেখা দিচ্ছে কিছু সন্দেহও। পূর্ব অভিজ্ঞতার রেশ ধরে বহু মানুষ জানিয়েছেন, এর আগে অনেকবার কর কাঠামোর পরিবর্তন হলেও জিনিসের দাম তেমন কমে না। পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে কর কমার লাভের গুড় খেয়ে যায় অসাধু কর্পোরেট পিঁপড়ের দল। তাই ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হলেও সুরাহা তেমন মেলে না সাধারণ মানুষের। এবারেও তেমনই হবে বলে অনেকের ধারণা। এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাও। তাদের মতে শুধু জিএসটির হার পরিবর্তন করলেই কাজ ফুরিয়ে যায় না। তার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে নির্দিষ্ট পণ্যে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বরং সময়ের সাথে সাথে মূল্যবৃদ্ধি করার ছাড়পত্র দেওয়া আছে কর্পোরেট হাউসগুলিকে। তার ফায়দা তোলে তারা ১০০ শতাংশ। ফলে সরকার কর ছাড় দিলেও তার কোনো সুবিধা পায় না সাধারণ মানুষ। তারা ধরেই নিয়েছে ভারতে কোনো জিনিসের দাম একবার বাড়লে তা আর কমে না। বরং উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে কেন্দ্র জিএসটির হার সারা দেশের জন্য কমালেও সব রাজ্য মূল্যহ্রাসের কিন্তু একইরকম সুবিধা পাবে না। কারণ পণ্য পরিবহনের তেলের দাম বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। একে জিএসটির আওতায় আনতে রাজি নয় কেন্দ্র রাজ্যের কোনও রাজনৈতিক নেতাই। এই পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গেও পেট্রোল, ডিজেল থেকে নানা ধরনের কর আদায় করে রাজ্য সরকার। এরপর পাঁচের পাতায়

সুফলের দোলাচলে সংস্কারের জিএসটি

আরিফুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সদ্য স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ঘোষণা করে ছিলেন যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে জিএসটি কমিয়ে দেওয়া হবে। দীপাবলীর আগেই যা সাধারণ জনগণকে 'গিফট হিসাবে দেওয়া হবে। স্বাভাবিক ভাবেই শিল্প–বাণিজ্য মহল থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ অধীর অপেক্ষায় ছিলেন কোন কোন জিনিসের উপর থেকে জিএসটি কতটা লাঘব হবে। যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলো সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোদীর এই ঘোষণাকে 'ভোট রাজনীতি বলে কটাক্ষ করতে কসুর করেনি।

চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন শিল্প মহল খুশি বা সমাজের কোন শ্রেণির মানুষ বেশি আনন্দিত। বেকারি শিল্পের ক্ষেত্রে বড়ো বড়ো করে দেখানো হচ্ছে যে, পাউরুটির উপর জিএসটি মকুব করা হয়েছে। বাস্তবে পাউরুটির উপর কোনও দিনই জিএসটি লাগু ছিল না। তবে ১৮ শতাংশ জিএসটি লাগু ছিল কেক ও কনফেকশনারি আইটেম প্যাস্ট্রি, বার্থ ডে কেক, পিৎজা, বার্গার, প্যাটিশ, ক্রিম রোল, লাচ্ছা বা মিষ্টি বন রুটির উপর। আর টোস্ট বা রাস্কের উপর ছিল ৫ শতাংশ। নতুন কর কাঠামোয় এইসব আইটেম এখন ১৮ শতাংশ থেকে সোজা ৫ শতাংশে নেমে আসার অর্থ ১৩ শতাংশ কমে গেল। এছাড়াও মাখন, মার্জারিন, চকলেট পাউডার, ইস্ট প্রভৃতি আরও কিছু কাঁচামাল ১৮

শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নেমে এলো। অর্থাৎ উভয়দিক থেকে এই শিল্প একটা অক্সিজেন পেল বলা যেতে পারে। বাংলার বেকারি শিল্পে বেগুনি মোড়কের একটি জনপ্রিয় সংস্থা একটা বিরাট বাজার দখল করে আছে। উচ্চমানের কেক–পেস্ট্রি–প্যাটিস–বার্গার–বার্থ ডে কেকে তারা মধ্যমিত্ত ও নিম্নমিত্তকে টার্গেট করে, বাংলায় যে বাজার তৈরি করেছে বলা যায় তাতে তারা অপ্রতিদ্বন্দী। এই সংস্থার চিফ অপারেশন ম্যানেজার হিসাবে দীর্ঘ সময় ধরে জড়িয়ে আছেন গৌতম হালদার, প্রায় দু'যুগেরও বেশি। তাঁর বক্তব্য 'কোভিড লক ডাউনের পর শিল্পের যে ধাক্কাটা লেগেছিল, জিএসটির হার বদল তা থেকে হয় তো উত্তরণ হবার একটা আশা দেখা দিতে পারে, কিন্তু সেটা পেতে আমাদের দীপাবলির কিছু পর নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুজোর আগেই বড় দুঃসংবাদ!

চাকরি যেতে পারে প্রাথমিক শিক্ষকদের

কুনাল মালিক

২০১৬ সালের এসএসসির মাধ্যমে যে ২৬ হাজার শিক্ষক–অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ হয়েছিল, আড়াই বছর ধরে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলার পর সুপ্রিম রায়ে ২৬ হাজার শিক্ষক–অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকরি বাতিল হয়ে গেছে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। নতুন করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আবার এসএসসি নিয়োগ করার জন্য পরীক্ষা নিতে চলেছে আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে। অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের এখন শাঁখের করাতের মতো অবস্থা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে কোনভাবেই দাগি শিক্ষকরা এই নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবে না। তা সত্ত্বেও দাগিরা কলকাতা হাইকোর্টে আবার মামলা করার জন্য গিয়েছিলেন, যদিও হাইকোর্ট তা গুরুত্ব দেয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল ওই শুনানির সময় হাজির ছিলেন। এ ব্যাপারেও সুপ্রিমকোর্ট ভৎর্সনা করে বলেছে কেন রাজ্য সরকার দাগিদের পাশে থাকতে চাইছে। অভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছে যে রাজ্য সরকারের এখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র মত অবস্থা। যদি অযোগ্য প্রার্থীরা চাকরিতে বসতে না পারে তাহলে তারা যে সমস্ত দাগি নেতাদের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে তাদের বাড়িতে চড়াও হবে। যা শাসক দলকে চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলবে বিধানসভা ভোটের আগে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কর্মহীন পাথর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা

অভীক মিত্র : রাজগ্রাম পাথর শিল্পাঞ্চল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে প্রায় ২৫০০০ শ্রমিক। ওই এলাকার পাথর খাদান ও ক্র্যাশার সরকারি নির্দেশে বন্ধ থাকায় জীবন জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছে শ্রমিকদের–এমনি অভিযোগ রাজগ্রাম অঞ্চলের রাজগ্রাম, শ্রীরামপুর, আন্ডুয়া, সন্তোষপুর, বড়ুয়া গোপালপুর, মহুরাপুর সহ একাধিক গ্রামের পাথর শ্রমিকদের। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা হাতেগোনা কয়েকটি দিন বাকি। এই উৎসবের মুখে খাদান, ক্র্যাশার বন্ধ থাকায় বহু শ্রমিক পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে চলে গেছে। শ্রীরামপুর গ্রামের পাথর শ্রমিক কামাল শেখ, পিপুল শেখ, সফিকুল শেখরা বলেন, প্রায় ৬ মাস ধরে খাদান ক্র্যাশার বন্ধের ফলে আমরা কাজ হারা হয়ে পড়েছি। অনেকবছর ধরে এখানে কাজ করছি কোনদিন এইধরনের পরিস্থিতি হয়নি। আমরা একসপ্তাহের মজুরি এখনও পাবো। কি কারণে খাদান ক্র্যাশার বন্ধ সঠিক জানি না। ফলে এই পাথর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোডার শ্রমিক সহ বিভিন্ন যানবাহনের চালকরাও বেকার হয়ে পড়েছে। বীরভূম জেলার মুরারই ১নং ব্লকের অধীন অন্যতম পাথর শিল্পাঞ্চল রাজগ্রাম। সেইসব স্থানে রয়েছে প্রচুর ক্র্যাশার ও খাদান। সেখানে ব্রিটিশ আমল থেকে রয়েছে বড়ুয়া গোপালপুরে মহারাজা কাশেম বাজার স্টোন কোম্পানী যারা মালগাড়িতে পাথর সাপ্লাই দেয় রেলকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিধানসভা যেন কুস্তির আখড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী যখন তার বক্তব্য রাখছিলেন, তখন বিজেপি বিধায়করা বাধা দিতে থাকেন। তাদের দাবি ছিল তাদের না বলতে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ ঢুকে পড়ায় মুখ্যমন্ত্রীকেই বলার সুযোগ দেওয়া হয়। বিজেপি বিধায়করা কাগজ ছুড়ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাগজ ছুঁড়ে মারা অনৈতিক ব্যাপার। বিভিন্ন হই–হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। ওয়েলে নেমেছে মুখ্যমন্ত্রী চিৎকার করতে থাকেন এবং বিধায়কদের বসতে অনুরোধ করেন। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, আমি স্পিকারকে বলে সাসপেন্ড করিয়ে দেব। অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। দেখা যায় শুভেন্দু অধিকারী যিনি আগের দিনই সাসপেন্ড হয়েছিলেন তার কাঁধে চেপে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠেন। যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। শংকর ঘোষ ছাড়াও অগ্নিমিত্রা পল, বঙ্কিম ঘোষ, মিহির গোস্বামী, অশোক দিন্দাকেও এদিন সাসপেন্ড করেন স্পিকার। বঙ্কিম ঘোষকে চ্যাংদোলা করে মার্শাল পার করে নিয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন তার দুটো নাকি স্টেন বসানো আছে, এভাবে চ্যাংদোলা করবেন না। বিধানসভার মধ্যে বিজেপি বিধায়করা 'চোর চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। এইসব দৃশ্য দেখে এখন অনেকেই বলছেন রাজ্য বিধানসভা যেন কুস্তির আখড়া হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে বিধানসভায় কাগজ ছুঁড়ে মারা অনৈতিক, এই প্রসঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দল বলছে, 'তাহলে উনি যখন সাংসদ ছিলেন পার্লামেন্টের স্পিকারের মুখে কাগজ ছুড়ে মেরেছিলেন সেটা কি তাহলে নৈতিক কাজ ছিল?' বিরোধী রাজনৈতিক মহল আরো প্রসঙ্গ তুলছেন, যখন বিরোধী রাজনীতি করতেন মুখ্যমন্ত্রী তখন বাম আমলে বিধানসভায় এসে তার নেতৃত্ব ভাঙচুর হয়েছিল সরকারি সম্পত্তি সেটাও কি নৈতিক কাজ ছিল? সব মিলিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটলো তা এক নজির বিহীন ঘটনা হয়ে থাকল।

আলিপুর বার্তা
শারদীয়া ১৪৩২

আধ্যাত্মিক
ড. সুবোধকুমার চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে

এক্সক্লুসিভ
জাদুশিল্পী পি সি সরকার জুনিয়র,
ড. জয়ন্ত চৌধুরি, জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

গল্প লিখেছেন
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়, অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য, শেফালী সরকার, সুখেন্দু হীরা, পূর্বাশা মণ্ডল, সিদ্ধার্থ সিংহ, সোহম বড় পণ্ডা, শ্যামল সাহা, শৌভিক গাঙ্গুলী, সুকুমার মণ্ডল,প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, কৌশিক রায়চৌধুরী, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ লিখেছেন
দীপককুমার বড় পণ্ডা, উজ্জ্বল সরদার, অভিমন্যু দাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, অসীম কুমার মিত্র, পাঁচুগোপাল মাজী

সিনেমা
ড. শঙ্কর ঘোষ, বিধান সাহা, প্রবীর নন্দী

স্বাস্থ্য
ডা. মানস কুমার সিনহা
ডা. প্রাণকৃষ্ণ প্রামানিক

ভ্রমণ
প্রিয়ম গুহ, প্রীতম দাস, অভ্রনাথ পাল, শুভম দে

খেলা
মলয় সুর

কবিতা লিখেছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়,স্মৃতি দত্ত, নির্মল কুমার প্রধান, অশোকা পাঠক, বিবেকানন্দ নস্কর, ভরত বৈদ্য, ভীম ঘোষ, সঞ্জয় চক্রবর্তী, গৌর দত্ত পোদ্দার, আরতি দে, নন্দিতা সিনহা, পার্থসারথি সরকার, স্বস্তিকা ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য, স্বপন দাস, ডা. অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র কুণ্ডু, রীতা ঘোষাল, ড. আশোক কুমার ভট্টাচার্য্য, কানাই লাল সাহু, সুজিত দেবনাথ, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, অসীম চক্রবর্তী, দত্তা রায়, সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, কল্যাণ রায়চৌধুরী, কুনাল মালিক, অরুণ কুমার মান্না, টুবলু দত্ত, অভিনন্দন মাইতি, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিস্তর প্রতিকূলতার মধ্যেই দুর্গাপুজো ঘিরে মেতেছে বাংলাদেশ

দেবাশিস রায়

হাসিনা সরকারের পতনের এক বছর পর পড়শি বাংলাদেশে এখনও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। দেশজুড়ে জাতি হিংসার মতো অনভিপ্রেত ঘটনা এখনও অব্যাহত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে ছাপোষা সাধারণ মানুষগুলির নাভিঃশ্বাস অবস্থা। তবে, এত প্রতিকূলতার মধ্যেও আগমনীর সুরে গা ভাসাতে আনন্দে মেতে উঠছে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই দেবী দুর্গার মূর্তি তৈরির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।কোথাও প্রতিমার কাঠামো তৈরির ব্যস্ততা তো কোথাও কাঠামোয় দো'মাটির কাজ শেষ হওয়ার পথে। দেশের ঝিনাইদহ, কালীগঞ্জ, কোলা, যশোর, রংপুর, সাতক্ষীরা, মাদারিপুর, বাজিতপুর, ফরিদপুর, নাটোর, বরিশাল, মাগুরা প্রভৃতি এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মহল্লাগুলিতে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে কার্যত সাজো সাজো রব। একাধিক সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়ে উদ্যোক্তাদের দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি গতবারের মতো এবারও প্রতিটি পুজো মণ্ডপের দিকে স্থানীয় পুলিশ–প্রশাসন বাড়তি নজরদারির

পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যেহেতু, মুসলিম আধিক্যের বাংলাদেশ তাই সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রথামাফিক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কোনওরূপ অসুবিধা সৃষ্টি না হয় তা নজরদারির জন্যই নাকি এবারে ইউনূস প্রশাসন অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ গতবছর ৫ আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের কারণে হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই দেশজুড়ে মৌলবাদী শক্তিগুলি ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হিংসাশ্রয়ী ঘটনা সহ জাতি হিংসায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত লাগাতার অশান্ত হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নাগরিকদের চলতে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় বাজার

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ারবাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি উপরের দিকে ২৫২০০ থেকে নিচের দিকে ২৪২০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত শুল্কযুদ্ধ অব্যাহত। এর মধ্যেই চীন ও রাশিয়ার সাথে একই মঞ্চে ভারতের অবস্থান নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং ভাবতে শেখাচ্ছে বিদেশ নীতিতে কেউ কারো চির বন্ধু বা চিরশত্রু নয়। অপরদিকে আমেরিকান কোর্ট প্রেসিডেন্টের এই শুল্কনীতির বিপক্ষে বক্তব্য পেশ করছে। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, গত এপ্রিল–জুনে ভারত ৭.৮% আর্থিক বৃদ্ধির মুখ দেখেছে। তাই আমেরিকা যতই অবহেলা করুক না কেন অর্থনীতির প্রশ্নে সমানে সমানে টক্কর চলছে। এই প্রেক্ষাপটে আগামী সপ্তাহে সূচক উপরের দিকে ২৫০০০ এবং নিচের দিকে ২৪২০০ এই লেভেলের মধ্যেই থাকা সম্ভবনা।

ডিজিটাল স্বনির্ভরতার দিকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৫ আগস্ট, ভারত ডিজিটাল স্বনির্ভরতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের প্রথম সম্পূর্ণ স্বদেশী সোশ্যাল মিডিয়া সুপার–অ্যাপ, ব্লুইরা অ্যাপ, ১৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে চালু করা হয়েছিল। এই অ্যাপটি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রযুক্তি এবং উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এতে কোনও বিদেশী বিনিয়োগের সম্পৃক্ততা নেই।

ব্লুইরা অ্যাপ একটি স্বদেশী বহুমুখী প্ল্যাটফর্ম যা সোশ্যাল মিডিয়া, ই–কমার্স এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের পাশাপাশি নিরাপদ

বার্তাপ্রেরণকে একক স্থানে একীভূত করে। এই অ্যাপটি ভারতীয় ব্যবহারকারীদের ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, পাশাপাশি ছোট ব্যবসা, বিক্রেতা এবং স্থানীয় বাজারকেও ক্ষমতায়ন করবে। এছাড়াও, এটির লক্ষ্য স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং ভারতীয় প্রতিভাদের উৎসাহিত করা।

একটি আত্মনির্ভর ভারত গঠনে, স্বদেশী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এই লক্ষ্য অর্জনে পশ্চিমবঙ্গকে একটি বড় ভূমিকা নিতে হবে। এই চেতনায়, ব্লুইরা অ্যাপ পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে একটি সত্যিকারের স্বদেশী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, যা কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার রোধ করবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে ১ ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এটি জাতির সমৃদ্ধির দিকেও পরিচালিত করবে।

সহ–প্রতিষ্ঠাতা মনীশ শর্মা বলেন, 'আজ, আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল–বিদেশী চ্যাট এবং এনক্রিপশনের প্রলোভন দেখিয়ে, আমাদের জনগণের ডেটা মূল কোম্পানি এবং অন্যান্য বিদেশী কর্পোরেশনের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে, অন্যদিকে আমরা ভারতীয়রা একে অপরের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়ে পড়ছি। টিম ব্লুইরা অ্যাপ এবং আমরা, ভারতের জনগণ, এটি ঘটতে দেব না। আমাদের অর্থনীতির উপর ঘোরাফেরা করা বিদেশীদের আর তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে দেওয়া হবে না। এই কারণেই ভারত তার জনগণের জন্য নিয়ে এসেছে আপনার নিজস্ব সম্পূর্ণ দেশীয় অ্যাপ, যা ভারতের অর্থনীতি এবং এর নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করবে।'

সহ–প্রতিষ্ঠাতা অবধেশ কুমার বলেন, 'একই প্রেক্ষাপটে, অনেক বিদেশী বিনিয়োগকৃত খাদ্য শিল্প এবং ই–কমার্স কোম্পানি আমাদের বাজার ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। স্বদেশী জন আন্দোলনের মাধ্যমে, ব্লুইরা অ্যাপ ব্যবসায়ীদের এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করতে এবং আমাদের বাজারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে আপনার সহায়তা কামনা করে।'

বোর্ড সদস্য অঞ্জলি পান্ডে বলেন, 'বিদেশী মিডিয়া আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে কন্টেন্ট স্রষ্টা হওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে, মূল্যবান সময় নষ্ট করে, অন্যদিকে আমাদের ভাইবোনদের বিদেশে কাজ করার জন্য তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। ব্লুইরার মাধ্যমে, আমরা কাছাকাছি চাকরি খুঁজে পেতে পারি, যার ফলে স্ব–কর্মসংস্থানের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হবে।'

জেনে রাখা দরকার

বাংলাদেশ

২০২০: মার্চ ১৭: বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন। **২০ মে:** ঘূর্ণিঝড় আমফানে ২৬ জনের মৃত্যু। ওই বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ২ লক্ষ মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়ালো।

২০২১: ১৪ জানুয়ারি: কক্স–বাজারের নয়াপাড়া রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পে আগুন। **মার্চ ২২:** কক্স–বাজারে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু শিবিরে আগুন, ১৫ জনের মৃত্যু, ৪০০ নিখোঁজ। **নভেম্বর ১২:** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে হিংসা, ৭ জনের মৃত্যু। **৬ ডিসেম্বর:** জাওয়াদ ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টি।

২০২২: ২১ জানুয়ারি : কোভ–২ ওমিক্রন ভাইরাসের মোকাবিলায় ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ। **১৭ জুন:** ২০০ উত্তর–পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে বন্যার আক্রান্ত লক্ষাধিক মানুষ। **২৫ জুন:** দেশের দীর্ঘতন পদ্মা সেতু উদ্বোধন। **অক্টোবর ২৫:** পূর্ণিঝড় সিটরাং। **ডিসেম্বর ২৮:** ঢাকা মেট্রো রেলের উদ্বোধন।

২০২৩: ১৯ জানুয়ারি : বাংলাদেশের প্রথম মরণোত্তর অঙ্গ প্রতিস্থাপন। **১৩ ফেব্রুয়ারি :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। **২৪ এপ্রিল:** বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন মহম্মদ সাহাবুদ্দিন। ফেব্রুয়ারি মাসে শাসক আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। **২৮ সেপ্টেম্বর:** ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব, প্রায় ১,০০০ মানুষের মৃত্যু। **২৮ অক্টোবর:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২০২৪: ৭ জানুয়ারি: সাধারণ নির্বাচন, জয়ী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। **১৫ জুলাই:** সরকার বিরোধী সংরক্ষণ সংস্কার আন্দোলনে ব্যাপক হিংসা, ২৫ জন নিহত, আহত ১০০। **২১ জুলাই:** সংরক্ষণ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়–সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে ৯৩% পদে নিয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতে, ৫% সংরক্ষণ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য। **৫ আগস্ট:** দেশ ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দেশ ছেড়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নিলেন। **৮ আগস্ট:** অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নোবেল জয়ী মহম্মদ ইউনুস। **(সমাপ্ত)**

শরীর নিয়ে নানা কথা

বুকে চিনচিনে ব্যথা?

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বয়স চল্লিশের কোঠায় অথচ বুকে এক আধ বার হঠাৎ কয়েক সেকেন্ডের জন্য চিনচিনে ব্যথা অনুভব করেন নি এরকম মানুষ বিরল। আবার বুকে ব্যথা হলেই মনের ভিতর একটা উদ্বেগ তৈরী হয়। হার্ট অ্যাটাক হলো না তো। এই ধরনের ব্যথাকে যেমন গ্যাস অম্বল বলে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়, তেমনি অযথা মানসিক চিন্তা বাড়িয়ে এদিক ওদিক দৌড়া দৌড়ি না করে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া জরুরী।

বুকে চিনচিনে ব্যথা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যেমন হার্টের সমস্যা, পেশিতে টান, গ্যাস ও অম্বল, এবং মানসিক চাপ।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন এ বিষয়ে অযথা সংশয়ে র কারণ নেই।

বুকে ব্যথা দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে যদি নিচের লক্ষণগুলো থাকে:

*ব্যথা বাম দিকে ছড়িয়ে যায়।

*শ্বাসকষ্ট, বমি বমি ভাব, বা বমি হয়।

মাথা ঘোরা অনুভব করেন। ব্যথা বাম হাত,

চোয়াল, বা পিঠেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

বুকে ব্যথার সাধারণ কারণঃ

*হার্ট অ্যাটাক বা এনজাইনার মতো হৃদরোগের কারণে বুকে চাপ ধরা ব্যথা হতে পারে যা চোয়াল, গলা বা পিঠে ছড়িয়ে পড়ে।

*পেশিতে টান মাসকুলার ইনজুরির কারণে লোকালাইজড ব্যথা হতে পারে।

*বদহজম, গ্যাস বা অ্যাসিডিটির কারণেও বুকে চিনচিনে ব্যথা হতে পারে।

*অতিরিক্ত মানসিক চাপ উদ্বেগ বাড়িয়ে বুকে ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে।

*ফুসফুসের সংক্রমণ বা প্রদাহের কারণেও বুকে ব্যথা হতে পারে।

যদি বুকে চিনচিনে ব্যথার সাথে উপরের অন্য কোনো উপসর্গ থাকে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান।

ব্যথার ধরন এবং সময়কাল লক্ষ করুন, কারণ এটি রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করবে।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুন, যেমন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, এবং মানসিক চাপ কমানোর কৌশল অবলম্বন করুন। মনে রাখা দরকার যে বুকের ব্যথার কারণ যদি হৃদরোগও হয় তাহলেও ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আজকাল ওনেক উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা চালানো আর নিয়ন্ত্রিত জীবনশৈলীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ

কলকাতা পুরনিগমে ১২৫ ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পুর নিগমে কাজের জন্য সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল / ইলেক্ট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল) পদে ১২৫ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): *যোগ্যতা:* পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও যোগ্য। *বয়স:* বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। *মূল মাইনে:* পে ম্যাট্রিক্স ১২ অনুযায়ী। *শূন্যপদ:* ৭৮টি (জেনাঃ ৩১, ই.ডব্লু. এস. ৮, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ৩, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. – এ ক্যাটেগরি ৮, ও.বি.সি.–বি ৫)। বিজ্ঞপ্তি নং: 6 of 2025.

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল): *যোগ্যতা:* পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও যোগ্য। *বয়স:* বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। *মূল মাইনে:* পে ম্যাট্রিক্স ১২ অনুযায়ী। *শূন্যপদ:* ২৮টি (জেনাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. – এ ক্যাটেগরি ৩, ও.বি.সি.–বি ১)। বিজ্ঞপ্তি নং: 8 of 2025।

সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল): *যোগ্যতা:* পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রার্থীরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩৭ বছরের মধ্যে। *মূল মাইনে:* পে ম্যাট্রিক্স ১২ অনুযায়ী। *শূন্যপদ:* ১৯টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু. এস. ২, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি.–বি ২, জেনা প্রতিবন্ধী ১)। বিজ্ঞপ্তি নং: 7 of 2025.

সব পদের ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"র হিসাবে ৩৭ বছরের মধ্যে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী, ও.বি.সি. আর পুরসভায় কর্মরতরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে এম.সি.কিউ. টাইপের লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়। ২০০ নম্বরে ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সময় থাকবে দেড় ঘন্টা। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। সফল হলে ৪০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস পরে আপলোড করা হবে ওয়েবসাইটে। *সময়:* www.mscwb.org এই ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এজন্য বৈধ ক্রটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০) টাকা জমা দেবেন অনলাইনে, ওই বিলডেস্কে: Indiaideas.com Limited (Bill Desk). টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি ড্রাগ অ্যানালিস্ট ও সাপোর্ট স্টাফ (ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট) পদে ২০ জন লোক নিচ্ছে।

ড্রাগ অ্যানালিস্ট (জুনিয়র সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট): **যোগ্যতা :** কেমিস্ট্রির বি.এসসি. অনার্স কোর্স পাশরা যোগ্য। ফার্মাসির ডিগ্রি (বি.ফার্ম) কিংবা ফার্মাসি/ ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজির বি.টেক. কোর্স পাশরাও যোগ্য। **অভিজ্ঞতা :** ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা বা, ড্রাগস টেস্টিং সংক্রান্ত কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কেমিস্ট্রির মাস্টার ডিগ্রি কিংবা ফার্মাসির এম.টেক. কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। **বয়স :** বয়স হতে হবে ২৩ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। **পারিশ্রমিক :** মাসে ২৮,৯০০ টাকা। **শূন্যপদ :** ১০টি (জেনাঃ ৪. ই.ডব্লু.এস. ১. ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

সাপোর্ট স্টাফ (ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট): **যোগ্যতা:** কেমিস্ট্রি/ বটানি/ জুলজির বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। ফার্মাসির ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। **অভিজ্ঞতা :** কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় টেস্টিং বা, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **বয়স :** বয়স হতে হবে ২৩ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। **পারিশ্রমিক :** মাসে ২৪,৭০০ টাকা। **শূন্যপদ:** ১০টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি.–এ ক্যাটেগরি ১, ও.বি.সি.–বি ক্যাটেগরি ১, তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১)।

দুই ক্ষেত্রেই প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। ড্রাগ অ্যানালিস্ট পদের বেলায় গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় ৫০ নম্বর, মাস্টার ডিগ্রির জন্য ১৫ নম্বর, অভিজ্ঞতার জন্য ২০ নম্বর আর ইন্টারভিউয়ে ১৫ নম্বর। সাপোর্ট স্টাফ পদের বেলায় গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় ৭৫ নম্বর, অভিজ্ঞতার জন্য ১০ নম্বর আর ইন্টারভিউয়ে ১০ নম্বর থাকবে।

দরখাস্ত পদ্ধতি : দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.wbhealth.gov.in তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরি হলে ৫০) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ABRIDGED TENDER NOTICE

Rates are being invited from bonafied Agencies for SUPPLY WITH INSTALLATION OF 2 TON WINDOW AC MACHINE in the District of South 24 Parganas vide NIT Nos. 480/PLAN dt–04/09/2025. The last date of submission of rate is 11/09/2025 by 3:00 p.m. at Office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Planning & Statistics Section, New Administrative Building, 4th floor Alipore, Kolkata–700027. For details the above office may be contacted.

District Planning Officer
South 24 Parganas

Memo. no –1524(2)/DICO/S–24 pgs Dt. 04/09/2025

ABRIDGED TENDER NOTICE

Rates are being invited from bonafied Agencies for SUPPLY WITH INSTALLATION OF LAPTOP 15–FD0467TU in the District of South 24 Parganas vide NIT Nos. 481/PLAN dt–04/09/2025. The last date of submission of rate is 11/09/2025 by 3:00 p.m. at Office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Planning & Statistics Section, New Administrative Building, 4th floor Alipore, Kolkata–700027. For details the above office may be contacted.

District Planning Officer
South 24 Parganas

Memo. no –1525(2)/DICO/S–24 pgs Dt. 04/09/2025

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

০৬ সেপ্টেম্বর – ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি পুরানো বিনিয়োগ থেকেও লাভ পাবেন। এই সপ্তাহে ব্যবসায়ীরাও ভালো রিটার্ন পাবেন। এই সপ্তাহটি নতুন কাজ শুরু করার জন্য একটি ভালো দিন। বিনিয়োগ কেবল লাভই বয়ে আনবে। এই সপ্তাহে আপনি পরিবারের সাথে দীর্ঘ ভ্রমণেও যেতে পারেন। আপনি ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নেবেন।

বৃষ রাশি : বৃষ রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আয় বৃদ্ধি পাবে কিন্তু অর্থ ব্যয়ও বেশি হবে। কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সাথে করা কাজ প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফলাফল দেবে। পারিবারিক জীবনে সমস্যা হতে পারে। সামাজিক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। প্রতিদিন যোগব্যায়াম এবং ধ্যান করুন।

মিথুন রাশি : মিথুন রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে একটু সাবধান থাকা উচিত। ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। এই সময়ে কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। পেশাদার জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি আত্মবিশ্বাসের সাথে মোকাবেলা করুন। আর্থিক বিষয়ে বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিন। গবেষণা ছাড়া বিনিয়োগ করবেন না। আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহটি কর্কট রাশির জাতকদের জন্য শুভ বলা যাবে না। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে না। ব্যয়ের আধিক্য থাকবে। অফিসে কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব আপনার উপর আসবে। প্রেমিক–প্রেমিকার জীবনেও সমস্যা হতে পারে। আপনার প্রেমিক–প্রেমিকার সাথে তর্ক করবেন না। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুখ বজায় রাখুন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না।

সিংহ রাশি : সিংহ রাশির জাতকদের জীবনে উত্থান–পতন থাকবে। কাজের ব্যাপারে অসাবধান হবেন না। লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। কাজের চাপও বাড়বে। প্রতিদিন যোগব্যায়াম এবং ব্যায়াম করুন। নতুন বিনিয়োগের বিকল্পগুলির দিকে নজর রাখুন।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহটি কন্যা রাশির জাতকদের জন্য শুভ হবে। কাজে সাফল্য পাবেন। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। চাকরি ও ব্যবসার জন্য সময় শুভ হবে। আপনি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন। বিনিয়োগের জন্য সময় শুভ হবে। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব।

তুলা রাশি : তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। পেশাগত জীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন দেবে। অর্থের নতুন উৎসও তৈরি হবে। প্রেমময় জীবন দুর্দান্ত হবে। সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। ক্যারিয়ার বৃদ্ধির জন্য নতুন সুযোগের দিকে নজর রাখুন।

বৃশ্চিক রাশি : বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি নতুন কিছু করার চেষ্টা করবেন, যাতে আপনি সাফল্য পাবেন। আপনি সম্পদ এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ থেকে মুক্তি পাবেন। আপনি পরিবারের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। সমাজে আপনার প্রশংসা হবে।

ধনু রাশি : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি শুভ বলা যেতে পারে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে আর্থিক লাভ হবে। অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। আপনি কর্মজীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগদান করুন। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। কর্মজীবনে আপনি অপরিসীম সাফল্য পাবেন।

মকর রাশি : মকর রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে সুসংবাদ পেতে পারেন। নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো সময়। আপনি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি পেশাগত জীবনে অগ্রগতি করবেন। অফিসে সহকর্মীদের কাছ থেকে আপনি সমর্থন পাবেন। আপনি একটি নতুন প্রকল্পের দায়িত্ব পাবেন। আপনি সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন।

কুম্ভ রাশি : কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে। ব্যবসায় লাভ হবে তবে সতর্কতাও প্রয়োজন। পেশাগত জীবনে পদোন্নতি হতে পারে তবে কাজের আধিক্যও থাকবে। আর্থিক অবস্থাও স্বাভাবিক থাকবে। কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে।

মীন রাশি : রাশির জাতক জাতিকারা এই সপ্তাহে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। পেশাগত জীবনে নতুন সাফল্য অর্জিত হবে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সমর্থন করবেন। আপনি পরিবারের সাথে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা থাকবে। আপনি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সামাজিক কাজে অংশ নেবেন।

শব্দবার্তা ৩৫৯

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
	■	■	৫				
৬		৭	■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০				১১	■	■	
	■		■		■	■	
১২			■	১৩			

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চেহারা, আকৃতি ৩। নিযুক্ত ৫ আসর এমন হলে উঠতে ইচ্ছে করে না। ৬। খোরাক ৮। বিনামূল্যে প্রাপ্ত ১০। নাপিত ১২। ভয়, শঙ্কা ১৩। নীলপদ্ম

উপর–নীচ

১। দখল ২। যা বাড়ে ৩। অহংকার ৪। উত্তাপ, উষ্ণতা ৯। দাঁতের মাঢ়ী ৯। আগ্রাহ্য, বাতিল ১১। বড়ো থালাবিশেষ ১১। জল্লাদ

সমাধান : ৩৫৮

পাশাপাশি : ১। অভিনব ৪। রন্ধনশালা ৫। সভাসদ ৯। পরিসাজ ৯। আইনানুগ ১০। তমদ্দুন

উপর–নীচ : ১। অনভ্যাস ২। বরবাদ ৩। আশাভরসা ৬। ভাওয়াইয়া ৭। পরাগত ৮। জংশন

বেহাল রাস্তায় নাজেহাল জয়নগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন যাবৎ জয়নগর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বারাশত থেকে গৌড়ের হাট যাওয়ার রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একদিকে বর্ষার কারণে রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যদিকে, রাস্তার ধার দিয়ে পাকা রাস্তা খুঁড়ে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জলের পাইপ পোঁতা হয়। সেই কাজ শেষ হয়ে গেলেও রাস্তাগুলো মেরামত কবে হবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয়রা জানায়, বৃষ্টি হলেই কাদায় ভরে যায় রাস্তা। মোটর বাইকের ব্রেক কষলেই ছিটকে পড়ে যায় মানুষ। এমন রাস্তার জন্য প্রায়ই পথ দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে সামনে পুজো আর তাই পুজোর আগেই দ্রুত এই বেহাল রাস্তা সারানোর দাবি করছেন বাসিন্দারা। এই রাস্তা দিয়ে স্কুল পড়ুয়া–সহ ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এ ব্যাপারে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, 'এই রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা মাথায় রেখে পেপার ব্লক দিয়ে এই রাস্তার কাজ হবে। ভারী বর্ষায় এই কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। বৃষ্টি কমে গেলে খুব শীঘ্রই এই রাস্তার কাজ শেষ করা হবে।'

ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি কুলপিতে

উত্তম কর্মকার : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি বিধানসভা অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর ও করঞ্জলী অঞ্চলের সংযুক্ত আলী পাড়ার প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা আজও বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে আলিপাড়া হতে কাটাবেনিয়া পর্যন্ত। রাস্তার দু'পাশে একাধিক পরিবার বসবাস করে, এই রাস্তা দিয়ে একাধিক গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে করঞ্জলি বাজার কুলপি বিভিন্ন জায়গা যেতে গেলে এই রাস্তা দিয়ে মানুষকে যেতে হয়। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়েই মানুষের যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশেষ করে বর্ষাকালে রাস্তা এতটাই কাদায় ভরে যায় যে স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে ভোগান্তির শেষ থাকে না। বহুবার পড়ে গিয়ে শিশুদের হাত–পা ভাঙার ঘটনাও ঘটেছে। অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে প্রচণ্ড সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এমনকি জরুরি পরিস্থিতিতে গাড়ি ঢুকতে না পারায় গর্ভবতী মহিলাদের খাটিয়ায় করে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হয়েছে।

অভিযোগ, সমস্যার কথা বারবার পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস এবং বিধায়কের কাছে জানিয়েও কোনও ফল মেলেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ–নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু ভোট শেষ হলেই কেউ আর খোঁজখবর নেন না। অবশেষে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে তারা ভোট বয়কটের ডাক দিতে বাধ্য হবেন যদি দ্রুত রাস্তার সংস্কার না হয়। তবে বিষয়টি নিয়ে কুলপী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রিয় হালদার জানান, যেহেতু ওই রাস্তাটি দুটি পঞ্চায়েতের মাঝের রাস্তা তাই কোন পঞ্চায়েত কাজ করবে সেটা নিয়ে একটা দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি ছিল। তবে কথা শুরু প্রকল্পে ওই রাস্তার স্কিম দেওয়া রয়েছে। যেহেতু পথশ্রী প্রকল্পের কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে, তাই কাজটা করা যাচ্ছে না শুরু হলে করে দেওয়া হবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সদর দপ্তরে অফিসার অদল বদল

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সরকারী সূত্রের সংবাদে প্রকাশ ২৪ পরগণা জেলার সদর দপ্তর থেকে এ, ডি, এম, মিঃ এস, কে, বসু রায় বদলী হয়ে পাবলিক আণ্ডার টেকিংস দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী পদে আসীন হচ্ছেন। আর এ, ডি, এম, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাচ্ছেন ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রীজ দপ্তরে। উভয়েই বসবেন মহাকরণে। স্পেশাল এস.এ. ও. মিঃ ডি.কে. ব্যানার্জি প্রেসিডেন্সী কমিশনারের একান্ত সচিব হয়ে বসবেন ক্যাল্কাটা কালেক্টরী ভবনে। যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ব্যারাকপুরের এস. ডি. ও এবং মিঃ সুব্রামনিয়াম ও খাদ্য দপ্তরের এ্যাঃ ডাইরেক্টর শ্রী পি সি ব্যানার্জি। শ্রীনুব্রামনিয়ম অতিরিক্ত জেলা–শাসকের দায়িত্ব ভার পাচ্ছেন আর শ্রী ব্যানার্জি হবেন স্পেশাল এল. এ. ও. (সাউথ)।

৯ম বর্ষ, ৩০ আগষ্ট ১৯৭৫, শনিবার, ৩৮ সংখ্যা

আইসিডিএস স্থানান্তরিত না করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

সৌরভ নস্কর : দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর উত্তরপূর্ব ঘোলা পাড়া এলাকায় নরেন্দ্র লক্ষ্মী আইসিডিএস সেন্টার দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে সেই আইসিডিএস সেন্টার অন্যত্র সরানো দাবিতে স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে আবেদন জানায় এলাকাবাসীদের একাংশ। সেই খবর পাওয়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে ওই আইসিডিএস সেন্টার শিক্ষার্থীদের পরিবারের অভিভাবক অভিভাবীকারা। অভিভাবক অভিভাবীকাদের এবং গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে যে জায়গায় আইসিডিএস সেন্টার চলে আসছে সেই জায়গায় আইসিডিএস সেন্টার চলুক। কিন্তু যেই জায়গায় আইসিডিএস সেন্টার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেই জায়গায় আইসিডিএস সেন্টারের বেহাল দশা কার্যত ত্রিফল টাঙিয়ে চলে আইসিডিএস স্কুল। গ্রামবাসীদের দাবি, এই আইসিডিএস স্কুলটি অন্যত্র না সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই স্থানে আইসিডিএস স্কুলটির সংস্কার করুক স্থানীয় প্রশাসন। গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র। তিনি বলেন, ওই আইসিডিএস সেন্টারটি এক ব্যক্তির বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রতিবেশী ব্যক্তিদের বাড়িতে মজুত রাখা হচ্ছে চাল, ডাল। অভিভাবকদের একাংশের অভিযোগ ওই জায়গায় বেহাল রাস্তা থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যেতে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়াও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছে ওই আইসিডিএস সেন্টারে ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর নাম থাকলেও ১০ থেকে ১২ জনকে খাবার দেওয়া হয়, বাকি ছাত্রদেরকে খাবার দেওয়া হয় না। বিষয়টি নজরে আসার পর আমরা আইসিডিএস সেন্টারের সুপারভাইজারকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নজরে এনে পরিদর্শনে পাঠিয়েছি এবং দ্রুত এই যে সমস্যা সেই সমস্যার নিষ্পত্তি করার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছি। ১৪ বছর ধরে চলে আসা ওই আইসিডিএস সেন্টারের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ অথৈ জলে।

প্রতিবাদী প্রবীণদের খুনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বোয়ালিয়া এলাকার জলাভূমি ভরাট বন্ধ করতে গিয়ে গুলি করে খুনের হুমকির মুখে পড়লেন প্রতিবাদী প্রবীণ নাগরিক। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল অসাধু প্রোমোটারদের একটি চক্র। রাতে মাটি ফেলে জলাভূমি বোজানো শুরুও হয়েছিল। একটি অংশে মাটি ফেলাও হয়ে গিয়ে ছিল। সেটা জানতে পেরেই স্থানীয় কিছু প্রবীণ মানুষ প্রতিবাদ করেন। তখনই তাঁদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তারা বলেন, 'পুরসভা ও থানায় বিষয়টি জানিয়েছেন। এরপরই ভরাটের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা হুমকি দিয়েছেন, তাঁদের খোঁজ শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানা।' তারা আরোও জানান, 'ওরা বলছে, এই জায়গা ভরাট হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। প্রয়োজনে গুলি করে দেব। এরপর থেকে আমরা ভয়ে আছি।' এরপর বুধবার রাতেও যখন জলাভূমিটি ভরাট হচ্ছিল। তখন এলাকাবাসীরা পুরসভায় খবর দেন। পুরসভার চেয়ারম্যান ডা: পল্লব দাস বলেন, 'খবর পেয়েই আমরা লোক পাঠিয়ে কাজ বন্ধ করেছি। থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কারা এই কাজ করছেন, জানি না। তবে জলাভূমিকে আগের চেহারায় ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এমন জলাভূমি ভরাটের বা প্রশাসনের তা রুখে দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু স্থানীয়রা কাজ বন্ধ করতে গিয়ে খুনের হুমকি পাচ্ছেন, এটা একপ্রকার নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও প্রতিবাদীরা এই ঘটনার পরও নিজেদের অবস্থানে অনড়। কোনও মতেই জলাভূমি ভরাট হতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন তারা।

কাদা মাখা রাস্তায় শ্মশান যেতে দুর্দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলায় একটা প্রবাদ আছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এই দৃশ্য হয়তো সেই প্রবাদ বাক্যকে মনে পড়াতে পারে লাভপুর ব্লকের চৌহাট্টা মহোদরি ২নং গ্রামপঞ্চায়েতের ৩টি গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ৪৫০ পরিবারের মৃতদেহ দাহকার্য করা হয় কোপাই নদীর পদ্মাবতী ঘাটে। এটাই একমাত্র রাস্তা সেখানে যাওয়ার। তাতিনাপাড়া, নাঙ্গলডাঙা, আড়ার ৩টি গ্রামের আদিবাসীরা মানসিক দুঃখ কষ্ট বুকে নিয়ে এক হাঁটু জল কাদায় প্রয়াত প্রিয়জনের দেহ কাঁধে করে নিয়ে যায় পদ্মাবতীর ঘাঠে। স্থানীয়রা আক্ষেপ করে বলে, আমাদের এই কষ্ট কেউ বোঝে না। রাস্তাটি তাতিনাপাড়া থেকে কোপাই নদীর পদ্মাবতী ঘাট পর্যন্ত ২ কিলোমিটার। আদিবাসীদের শ্মশান ছাড়াও তাতিনাপাড়া গ্রামবাসীদের জন্য রয়েছে আরো দুটি শ্মশান। যদিও সেগুলির অবস্থান ৫০০ মিটারের মধ্যেই যা ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট গ্রামের সদগোপ ও তপশিলি জাতি সম্প্রদায়। কেউ প্রয়াত হলে সেখানেও নিয়ে যেতে হয় হাঁটু জল কাদা ডিঙিয়েই তাই একই আক্ষেপ তাদেরও। কংগ্রেস, সিপিএম সরকারের পর তৃণমূল সরকারের ১৫ বছরেও পাকা রাস্তা পেলাম না। লাভপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শিশুতোষ প্রামাণিক বলেন, সম্প্রতি পথশ্রী প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাস্তাটি অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে। কৃষকরাও প্রতিনিয়ত কৃষিকাজে যাওয়া আসার জন্য ব্যবহার করে রাস্তাটি। গুরুত্বের দিক দিয়ে কোন অংশেই কম নয়। তাই এই সমস্যার সমাধান হোক দ্রুত চাইছে গ্রামবাসীরা।

খানাখন্দে ভরা ডাকঘর–আকড়া স্টেশন রোডে নাজেহাল জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ডাকঘর মোড় থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার আকড়া স্টেশন পর্যন্ত স্টেশন রোডের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল জনগণ। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে ২৫৯ নম্বর বাস সহ প্রচুর অটো, টোটো, মালবাহী গাড়ি, নিত্যযাত্রীরা চলাচল করেন। এই রাস্তা ধরে অরুণ স্মৃতি শ্মশান ঘাটে শববাহী মানুষরা যায় সৎকার করতে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটির বেহাল অবস্থা বর্তমানে মানুষকে চরম অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে। রাস্তার মাঝে মাঝে এক হাঁটু জল জমে আছে এবং অবিরাম বৃষ্টিতে পিচ উঠে গিয়ে নরকের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাস্তার দুদিকে কোন নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জল বেরোতে পারছে না। এলাকার মানুষদের দাবি পূজোর আগে অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার করতে হবে। এই রাস্তার সংস্কার না হলে যে কোন সময় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্রসঙ্গত, মহেশতলা পৌরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ডেরই একই হাল। এলাকার গুরুত্বপূর্ণ খালগুলো এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার না করায় প্রতিবছর বর্ষার সময় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়। মহেশতলা পৌর প্রশাসনকে বারবার মানুষরা অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন কাজের কাজ কিছু হয়নি। মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'খুব শীঘ্রই রাস্তার সংস্কার করা হবে।' ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সোমা ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ডাকঘর মোড় থেকে আকড়া স্টেশন রোডের তো বেহাল অবস্থা বটেই সেইসঙ্গে মহেশতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে প্রতিবছর। প্রতি বর্ষার সময় মানুষ জলবন্দী হয়ে পড়ে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার তথা মহেশতলা পৌর প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

ছবি : অরুণ লোধ

আলিপুর বার্তার খবরের জের

বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কারে টাকা বরাদ্দ

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাটা মোড় থেকে আছিপুর পর্যন্ত বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল জনগণ। এই খবর বারবার আলিপুর বার্তায় আমরা প্রকাশ করেছি। এলাকার সাধারণ মানুষদের দাবি অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পূর্ণাঙ্গভাবে সংস্কার করা হোক। বর্তমানেও পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে আছে অবিরাম বৃষ্টির কারণে। কোন রকমে প্যাচওয়ার্ক করা হয়েছে কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। শুক্রবার বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানালেন, ওইদিনই রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর রাস্তা সংস্কারের জন্য ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৪১ টাকা বরাদ্দ করেছে। ২১ দিনের মধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হবে। তারপর পূর্ত দপ্তর এই কাজ শুরু করবে। চেয়ারম্যান গৌতম দাসগুপ্ত আরো বলেন, যাতে দ্রুত কাজ শুরু হয় সেজন্য তিনি পিডব্লিউডি দপ্তরের উর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে শুক্রবারই বিস্তারিতভাবে কথা বলেছেন। তবে তিনি এও জানান পুজোর আগে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয় তার জন্য একটা প্যাচওয়ার্ক করে দেওয়া হবে। বজবজ বাটা মোড় থেকে আচিপুর পর্যন্ত ট্রাঙ্ক রোড সংস্কারের জন্য তিনি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ দেন। কারণ তাঁরই তৎপরতায় অর্থ দপ্তর দ্রুত টাকা বরাদ্দ করলো।

রাস্তা মেরামত করলো ট্রাফিক

সুভাষ চন্দ্র দাশ : যাদের কাজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সঠিক ভাবে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা,সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এবার তারাই সাময়িক ভাবে রাস্তা মেরামত করার কাজে হাত লাগালেন। ৪ সেপ্টেম্বর এমন কর্মকান্ড দেখে সাধারণ পথচলিত মানুষজন থেকে গাড়ি চালকরা কুর্ণিশ জানিয়েছে। ক্যানিং থেকে মাতলা সেতু দিয়ে প্রতিদিনই বাসন্তী, গোসাবা সহ উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন যানবাহনের সাহায্যে যাতায়াত করেন। মাতলা সেতু সংলগ্ন রাস্তায় কয়েক জায়গায় বড় বড় গর্ত। এমনকি রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় খানাখন্দে ভরা। বর্ষার সময় জল জমে যায়। এমনটাই চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। নজর পড়ে ক্যানিং ট্রাফিক গার্ডের ওসি প্রণব হালদারের।

বৃহস্পতিবার নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন ক্যানিং ট্রাফিক ওসি। এদিন ট্রাফিক গার্ডের কয়েকজন সিভিক ভলেন্টিয়ার কে সাথে নিয়ে রাস্তা মেরামতির কাজে হাত লাগায়। ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, 'রাস্তায় বড় বড় গর্ত ছিল। গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছিল। ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটছিল। যাতে করে কোন প্রকার দুর্ঘটনা না ঘটে তারজন্য রাস্তার বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দগুলো সাময়িক ভাবে মেরামত করা হয়েছে।'

দাগি শিক্ষকের তালিকায় বিজেপি নেতার ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসএসসির 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকায় এবার ভাঙড়ের এক বিজেপি নেতার ছেলে। এসএস সির তরফে 'দাগি' শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে এক বিজেপি নেতার ছেলের। জানা গিয়েছে, ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের নারায়ণপুর হাইস্কুলের বাংলা বিভাগের সহ শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন অতনু মণ্ডল। তিনি সম্পর্কে বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সহ–সভাপতি অবনী মণ্ডলের ছেলে। দ্বিতীয় দফার তালিকায় ২০০ নম্বরে নাম রয়েছে শিক্ষক অতনু মণ্ডলের।

জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি ওই স্কুলেই কর্মরত। বাংলার সহ শিক্ষক তিনি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছিল অতনু মণ্ডলের। সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুরু হয়। সুপ্রিম কোর্ট মাসিক বেতন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল চাকরি হারাদের। তবে আদালতের নির্দেশের পর অতুন আর স্কুলে যাননি বলে খবর। এবার দাগিদের তালিকায় তাঁর নাম প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। বিজেপি নেতার ছেলে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। সেই বিষয়ে চলছে জোর চর্চা। বাবা অবনী মণ্ডল এই বিষয় মানতে রাজি নন। তিনি বলেন, আমার ছেলে বরাবরই পড়াশুনায় ভালো। যথেষ্ট প্রতিভাবান। কতটা ভালো পড়াশুনো করান এবং স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কেমন, তা ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক–শিক্ষিকা সকলেই জানেন। তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা এই বিষয়ে কটাক্ষ করে বলেন, যারা কথায় কথায় তৃণমূল নেতাদের দিকে আঙুল তোলে, তাদের বাড়ির ছেলেদেরই চাকরি চলে যাচ্ছে। সিপিআইএম নেতা তুষার ঘোষ বলেন, খোলা বাজারে চাকরি বিক্রি হয়েছে। যারা টাকা দিতে পেরেছেন, তাঁরা কিনে নিয়েছেন। বিজেপি–তৃণমূল সকলেই আছে সেই দলে। আর অবনী মণ্ডলের ছেলেও খুব সম্ভবত সেভাবেই চাকরি পেয়েছেন। তাদের দলের নেতার ছেলের নাম দাগি–দের তালিকায় থাকায় অস্বস্তিতে যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তবে এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো মন্তব্য করতে রাজী হয়নি।

সোহান–সোহিনীর মৃত্যুতে ঝড়খালিতে শূন্যতা

প্রশান্ত সরকার , ঝড়খালী : সুন্দরবনের এক কোণে, মাতলার তীরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র বহু বছর ধরে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আশ্রয়স্থল। অসুস্থ, দুর্বল বা বিপন্ন বাঘকে এখানে এনে সুরক্ষা দেওয়া হয়, নতুন করে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ কয়েক দশকের ইতিহাসে অসংখ্য বাঘ–বাঘিনীর পদচিহ্নে ভরে উঠেছে এই কেন্দ্র। কিন্তু ২০২৫ সালটি যেন শোকের বছর হয়ে উঠল। মার্চ মাসে মারা গেল বাঘ সোহান আর সেপ্টেম্বরে শেষ নিশ্বাস ফেলল তার সঙ্গিনী সোহিনী। ফলে একসঙ্গে দু'জন প্রিয় বাসিন্দাকে হারিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে ঝড়খালি।

সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে প্রায় দুই দশক আগে উদ্ধার করা হয়েছিল অসুস্থ বাঘ সোহানকে। বন দপ্তরের পরিচর্যায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং ঝড়খালিতেই কাটিয়ে দেয় দীর্ঘ সময়। শান্ত স্বভাব, রাজকীয় উপস্থিতি আর বিশাল দেহকাঠামো তাকে করে তুলেছিল দর্শনার্থীদের অন্যতম আকর্ষণ। কর্মীদের কাছেও সে হয়ে উঠেছিল পরিবারের মতো। চলতি বছরের মার্চ মাসে ২১ বছরের বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় তার। সোহানের মৃত্যুর পর আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আনা হয় একটি নতুন বাঘিনীকে, যে বর্তমানে সুন্দর ও সোহিনীর সঙ্গী হিসেবে রয়েছে।

সোহিনীও ছিলেন ঝড়খালির দীর্ঘদিনের বাসিন্দা। বয়স হয়েছিল প্রায় ২৩ বছর–যা বাঘের গড় আয়ুষ্কালের তুলনায় অনেক বেশি। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ সমাধিস্থ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী জানান,'বার্ধক্যজনিত কারণে সোহিনী দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিল। চিকিৎসকেরা নিয়মিত পরিচর্যা

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সে ঝড়খালির কর্মীদের স্নেহ ও যত্নে বেড়ে ওঠে। দর্শনার্থীদের কাছে সোহান যেমন ছিল আকর্ষণ, তেমনি সোহিনীও ছিল ভরসার প্রতীক। দীর্ঘদিন ধরেই নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিল সে। বন দপ্তরের চিকিৎসকেরা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধের ব্যবস্থা করলেও বুধবার রাতে থেমে যায় তার প্রাণ। করলেও শেষমেশ তাকে আর বাঁচানো যায়নি। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।'

কর্মীদের অনেকে জানান, সোহান ও সোহিনী ছিল যেন পরিবারের সদস্য। প্রতিদিনের খাওয়ানো থেকে শুরু করে চিকিৎসা, খেলাধুলা–সবকিছুতেই ছিল এক আন্তরিক সম্পর্ক। তাদের মৃত্যু কর্মীদের মনে যেন শূন্যতার রেখা এঁকে দিয়েছে।

ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র কেবল একটি বাঘ সংরক্ষণাগার নয়–এটি সুন্দরবনের মানুষের কাছে এক গর্বের প্রতীক। এখানে আশ্রয় পেয়ে অসুস্থ বা আহত বহু বাঘ নতুন করে জীবন পেয়েছে। গবেষক ও প্রাণীপ্রেমীদের কাছেও এটি এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কিন্তু সোহান–সোহিনীর মৃত্যু যেন এই কেন্দ্রের ইতিহাসে এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাল।

স্থানীয়রা বলেন, "আমাদের ঝড়খালি মানেই সোহান আর সোহিনী। ওদের ছাড়া জায়গাটা ফাঁকা মনে হবে।" সত্যিই তাই–দুই দশক ধরে এই দুই রয়েল বেঙ্গল টাইগার ঝড়খালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তাদের মৃত্যুতে শূন্যতা তৈরি হলেও স্মৃতি অমলিন হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন।

ঝড়খালির এই ক্ষতি কেবল দুটি বাঘের মৃত্যু নয়, এটি সুন্দরবনের মানুষ ও বন দপ্তরের কর্মীদের এক আবেগের ক্ষতি। তবু আশা করা যায়, নতুন প্রজন্মের বাঘ ও বাঘিনী একদিন আবার এই কেন্দ্রকে প্রাণবন্ত করে তুলবে, আর সোহান–সোহিনীর উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে যাবে আগামীর ঝড়খালি।

সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুরে এক ধান ব্যবসায়ীর ১২ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা নিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন ভাঙড়ের ধান ব্যবসায়ী শাহাবুদ্দিন মোল্লা। ক্ষিদে পেয়ে যাওয়ায় বারুইপুর ক্যানিং রোডের ছয়ানি এলাকায় খাবার খেতে দাঁড়িয়েছিলেন। মোটর বাইক দাঁড় করিয়ে হোটেলের দিকে এগোতেই হঠাৎ সেখানে হাজির হয় দুই দুষ্কৃতী। ব্যবসায়ীর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে তারা টানাটানি শুরু করে। তাদের কাছে বন্দুক রয়েছে,এই দাবি করে শাহাবুদ্দিনকে ভয়ও দেখায়। এর পরে টাকা ভর্তি সেই ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গোটা ঘটনায়। ব্যবসায়ীর দুই সঙ্গী ভয়ে পালিয়ে যান। ওই ব্যবসায়ীকে ঘিরে ধরে ছয় দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ০৬ সেপ্টেম্বর – ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

শব্দদৈত্য বধ হোক

ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এই স্লোগান এই বাংলায় সাম্প্রতিককালে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি খেয়াল রাখা প্রয়োজন উৎসবের আতিশয্যে সহ নাগরিকদের স্বাস্থ্য জীবন বিপন্ন না হয়। সাম্প্রতিক সময়ে যেকোনো ধরনের উৎসবেই উৎকট শব্দ বাজির পাশাপাশি তারস্বরে মাইকের উৎপাতের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। আইনের ব্যবস্থা আছে অবশ্যই, আছে পুলিশের সময় বেঁধে চলার নিষেধাজ্ঞাও। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন পুজো কমিটি কিংবা ক্লাবের বিরুদ্ধে কিংবা কোন উৎসব কমিটির বিরুদ্ধে আইন ভেঙ্গে অভিযোগ জানানোর সাধ ও সাধ্য কোনটাই সম্ভব হয় না বাস্তবিক কারণে। সেক্ষেত্রে উৎসব কমিটিরই সদস্যদের উচিত আরো মানবিক এবং প্রতিবেশীর প্রতি যত্নবান হওয়া, তাদের ভালো মন্দের দিকে খেয়াল রাখা। শহর কলকাতায় বহু পাড়াতেই এখন বয়স্ক নাগরিকদের বসবাস। একটু নজর রাখলেই দেখা যাবে দীর্ঘ সময় উচ্চ গ্রামে ডিজে বাজিয়ে অস্তিত্ব জানান দেবার প্রতিযোগিতায়। হৃদরোগী কিংবা স্নায়ুর সমস্যায় ভোগা মানুষজনের কি হাল হয়। তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না থানায় ফোন করার কারণ তাহলে উল্টো বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। অধিকাংশ উৎসব কমিটি গুলি রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবং দাদাদের ক্ষমতার দখলে।

কলকাতা শহরের রাস্তার ধারের গাছগুলির ডালপালাগুলি অপরিকল্পিতভাবে কেটে ফেলার সময়ই অনুমান করা যায় সামনে পুজো আসছে। দুর্গাপুজোর নানা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং টাঙানোর জন্যই এই বৃক্ষছেদন ব্যবস্থা করা হয়। মাইক বাজতে থাকে মহালয়ার ভোর থেকেই। ঘরের রেডিও কিংবা মোবাইলের নয়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়া পাড়াগুলির মাইকে বাজতে থাকে এবং তার কোন সমঞ্জস্যই থাকেনা। রেডিওর নানা চ্যানেলের নানা সময়ের ব্যবধান ও ফারাকে মহিষাসুরমর্দিনীর মাধুর্যই নষ্ট করে দেওয়া হয়। দুটো তিনটে পাড়ার মাইকে কোথাও ভেসে আসে বাজলো তোমার আলোর বেণু, আবার কোথাও রূপং দেহি জয়ং দেহি। সপ্তমীর সন্ধ্যায় কোথাও কোথাও বেজে ওঠে– ঢাকের তালে কোমর দোলের মত বিসর্জনের সংগীত। সাংস্কৃতিক জলসা হয়, আমন্ত্রিত থাকেন নামি গুণীদামী বহু শিল্পী। তাদের শিল্প সুষমা মাত্রা হারায় উচ্চ গ্রামে মাইক বাজাবার প্রতিযোগিতার জন্য। দুর্গাপূজা কমিটিগুলির অধিকাংশই প্রথমদিকে পুরস্কার পাওয়ার তাড়নায় বিচারকদের অপেক্ষায় থাকেন। এরপর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।

মণ্ডপে মণ্ডপে এবার শব্দদৈত্য বধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। দুর্গাপূজা কমিটি গুলি অনেক সামাজিক মঙ্গল জনক কাজ করে। রক্তদান, বস্ত্র দানের পাশাপাশি শব্দদৈত্য বধ করে এবারের দুর্গাপূজায় নতুন মাত্রা যোগ করুক কলকাতার পুজো কমিটিগুলি। ঘণ্টা, শঙ্খের আওয়াজ আর ঢাকের মাধুর্য যেন ডিজের বিকট শব্দের হুংকারে হারিয়ে না যায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

নিজ ভেদবুদ্ধিতে এই হল আমি, আমার এই এই বস্তু চাই, আমি সুখী নই, এই বস্তুতেই আমার সুখ হবে, এই ধরণের হীন বুদ্ধিতেই সংসারদশায় জীব আবদ্ধ হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে। বস্তুতঃ একমাত্র নিরীহ ও নির্গুণ ব্রহ্মই আছেন, এই জগৎ মনের কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। ব্রহ্মই যখন সর্বব্যাপক, তখন জগৎও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সযত্নে জগৎ ও ব্রহ্মের একত্ব ভাবনা করতে হয়। তাহলে সমস্ত অসত্য বিদূরিত হয়ে একমাত্র সত্য পরমাত্মাই অবস্থিত, তা সবিশেষ জানা যায়। আত্মাই নিজেকে বদ্ধ ভাবনা ক"রে রেশম-কীটের মত নিজেতেই নিজে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেন। সর্বশক্তিমান্ আত্মার ভাবনাশক্তিও অসীম হওয়ায় তিনি নিজেকে বদ্ধই দেখেন। বস্তুতঃ বন্ধন বা মুক্তি আত্মাতে আদৌ হয়ই না। সুতরাং আত্মার বন্ধন বা মুক্তি অবিদ্যাসম্পৃক্ত আত্মারই কল্পনা। অখণ্ড ও এক আত্মা বন্ধন কল্পনা ক"রেই খণ্ডিত ও বহু হন। অবিদ্যা তাড়িত চিত্তকে আশ্রয় ক"রেই আত্মা এইভাবে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন। ঐ চিত্তই বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। কোন শক্তি একাদশ রুদ্র, কখনও বিষ্ণু, কোন শক্তি আবার মনুষ্য, আবার কোন শক্তিতে ইতর কীট-পতঙ্গ ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে সংসারভূমিতে প্রবেশ করে। সাগরে বিশাল জলরাশিতে যে বুদবুদ ও তরঙ্গ দেখা যায়, তা জলেরই রূপান্তর। জল হতে উদ্ভূত হয়ে তা জলেই বিলীন হয়। ব্রহ্মসাগরেও চিৎসংবিৎ রূপে এই অসংখ্য দেব-জীব-কীট ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে চলেছে। ঐ চিৎ-সংবিতের অপর নাম মনন। দেবতা-মানুষ-ইতর প্রাণী সকলেই সেই ব্রহ্মসাগরের মনন বা চিৎ-সংবিৎস্বরূপ। ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কল্পনা ক"রে এই সংবিৎসকল পরিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু অখণ্ড ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নতা অসম্ভব। অথচ কল্পনা প্রভাবে সেই অসম্ভবকে সত্য মনন করে যে সংবিৎ, তা ই বিবিধ শরীর ধারণের কারণ। তারমধ্যে অতিশয় বিশুদ্ধচিত্ত হলেন হরি-হর প্রভৃতি, অল্পবিশুদ্ধ চিত্ত হল দেব-মনুষ্য এবং অতি মূঢ়চিত্ত হল বৃক্ষ-কৃমি-কীট ইত্যাদি। মূঢ়চিত্ত প্রাণিগণের মধ্যে কেউ কেউ কোটি জন্মেও মোহবিমুগ্ধতা বর্জন না ক"রে জন্ম-মৃত্যু ভীষণ দহন ভোগ করে চলে। অল্পবিশুদ্ধ মনুষ্য যোগপ্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে জ্ঞান-মুক্তির সুযোগ পায়, কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্যের সুসংস্কারে পরিশীলিত না হলে সৎকর্মের সুফল-মোক্ষ অধরাই থেকে যায়। পরমাত্মা থেকে বিমুখ হয়েই দুঃখ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকা, এই বোধ জগরিত হলে মুক্তি সমাগত হয়। কাল বললেন, সমস্ত প্রাণিবর্গ ইতস্ততঃ ব্রহ্মসাগরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। তারমধ্যে কোন কোন পুরুষ মনের মোহাবস্থা ধ্বংস ক"রে জীবন্মুক্ত হয়ে আছেন। সেই অধ্যাত্মজ্ঞানিগণ শুদ্ধচিত্ত জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধনে আত্মবোধের বিহিত উপদেশ দান করেন, যা মোক্ষশাস্ত্র নামে পরিচিত।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ঐতিহাসিক সাফল্য

ভারতে তৈরি হওয়া প্রথম ৩২ বিট মাইক্রোপ্রসেসর Vikram এর উদ্বোধন হলো সেমিকন ইন্ডিয়া ইভেন্টে যা তৈরি হয়েছে ইসরোর সেমিকন্ডাক্টর ল্যাবে, সারা বিশ্ব দেখছে ভারত সেমি কন্ডাক্টর শিল্পে যাত্রা শুরু করেছে

সংবিধান শুধুই শো-পিস নাকি ব্যাথা বেদনার প্রতীক

সুবীর পাল

গণতান্ত্রিক দেশে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের পবিত্রতম গাঁটছড়ার মঙ্গলসূত্র হলো আমাদের অন্তরাত্মার সংবিধান। এ হেন জন গণ সংবিধান আক্ষরিক অর্থেই বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহানের এক দেশজ স্বাভিমানের মঙ্গলকাব্য।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। দুশো বছরের ব্রিটিশ ভারত সেই মধ্য রাতে বিশ্বের কাছে নতুন পরিচয়ে উন্মেষিত হলো ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে। তীব্র আকাঙ্খিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির সোনালি গ্রন্থিতে। খুঁজে নেওয়ার পালা সংবিধানকে।

অবশেষে হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে উদিত হল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি। ভারতীয় আইনসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল প্রস্তাবিত সংবিধান। সেটি অবশ্য দেশের নাগরিকদের উৎসর্গে প্রথমবারের মতো লাগু করা হয় ঠিক দুদিন পর ২৬ জানুয়ারি। পালিত হলো সেদিন সর্বপ্রথম দেশের নস্টালজিক প্রজাতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র দিবস। ফলে সারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ওই দিন থেকে সুচনা হয়েছিল কিংবদন্তি সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছা অনুসারে প্রথম সংবিধানের কপিটি ছাপা অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। দেশজ প্রাচীন পুঁথির ছায়ায় সেটি লেখা হয়েছিল হস্তাক্ষরে। লিখেছিলেন তদানীন্তন প্রথিতযশা ক্যালিগ্রাফার প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা। এই ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এই পবিত্র ব্রত সম্পন্ন করেছিলেন। ইটালিক হলফে লিখেছিলেন। ৪৩২টি কলমের নিব ব্যবহার করেন। যার মধ্যে ৩০৩টি ক্যালিগ্রাফি নিব আনানো হয়েছিল ব্রিটেন ও চেকোস্লোভাকিয়া থেকে। ২৫১টি পাতা পার্চমেন্ট কাগজের উপর লেখা হয়। যার ওজন ছিল তিন কেজি ৭৫০ গ্রাম। আটটি তফশিল এবং প্রস্তাবণা সহ ৩৯৫টি ধারা উল্লেখ ছিল তাতে। পুরোপুরি নির্ভুলভাবে সংবিধানটি লিখতে তিনি সময় নিয়েছিলেন ছয় মাস। তবে এই মূল সংবিধানের হিন্দি সংস্করণটি তৈরি করেন বসন্তকৃষাণ বৈদ্য।

সংবিধান কি শুধু লেখ্য শিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা তো হতে পারে না। তাই সংবিধানের ছবি আঁকবে কে? ডাক পড়লো কালজয়ী চিত্রকর নন্দদুলাল বসুর। মূল সংবিধানের পাতায় পাতায় তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর তুলির আঁচড়ে অপার শিল্পরূপ। ভারতের সনাতন রূপে ও বর্ণছটায় রঙিন হয়ে উঠল পাতার পর পাতা। মোট ২২টি ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের শৈল্পিক মগ্নতা। প্রকৃত সনাতনী ভারতবর্ষকে তিনি চিত্রিত করেছিলেন প্রাকৃতিক রঙের ঋষি সাধনায়।

অন্যদিকে ভারতের সংবিধান প্রণয়ণ খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ও সংবিধানের জনক ছিলেন ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ছিলেন দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী। ওই সংবিধান প্রণয়ণ কমিটিতে ছিলেন আরও ছয়জন সদস্য। যথাক্রমে তাঁরা হলেন এন. গোপালস্বামী, আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াস, কে এম মুন্সি, সাইজো মোলা সাদুল্লা, ডিপি খৈতান এবং এন. মাধব রাও।

সেই ১৯৫০ সাল থেকে ২০২৫ সালের 'কোনি ফাইট ফাইট' শপথে। ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস অতিক্রমের এক অন্তর্দেশীয় সোনালী যাত্রাপথে গুটি গুটি পদযাত্রায়। সুতরাং অনিবার্য ভাবেই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সংবিধানের ভাবধারাতেও বিবর্তন আবশ্যক হয়ে ওঠেই। এটাই তো অগ্রগতির অঘোম দস্তুর। তারই সূত্র ধরে আমাদের দেশে ২০২৫ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত এযাবৎ ১০৬ বার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো সংশোধনীটি আনা হয় ১৯৫১ সালের ১৮ জুন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর শাসনকালে। দেশব্যাপী জমি আইনে প্রান্তিক পর্যায়ের বিকেন্দ্রীকরণ ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় ভূমি সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনকে চুড়ান্ত ক্ষমতাদান প্রসঙ্গে। ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ৪১ তম সংশোধন করা হয়। যা এককথায় বিশ্বের দরবারে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হিসেবে সূচিত হয়ে রয়েছে। প্রকারান্তরে এই সংশোধনীকে বলা হয় ভারতের ক্ষুদ্র সংবিধান। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ভারত সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে একটা পৃথক স্থান অধিকার করে নেয়। পার্লামেন্টের পুরোনো ভবন ছেড়ে সংবিধান বর্তমানে পাড়ি জমিয়েছে ভারতীয় নতুন সংসদ ইমারত সেন্ট্রাল ভিস্তাতে। ২০২৩ সালের ২৮ মে থেকে প্রশাসনের নতুনতর রাজদণ্ডকে সাক্ষী রেখে। সেখানকার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে হিলিয়ামে ভরা এক সুসজ্জিত বাক্সের অভ্যন্তরে।

এ হেন ঐতিহ্যমন্ডিত ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে দেশের নাগরিকদের একাংশের মনে আজও উঠে আসে নানা সংশয়, বিবিধ প্রশ্ন। আমাদের সংবিধানের সরাসরি ছত্রছায়ায় আজকের দিনে এসে আমরা কতটা সুরক্ষিত? প্রকৃতই এটা এখন কতটা আমজনতার প্রত্যাশা পূরণে সার্থক? সত্যিই কি সময়ের গতিময়তাকে মান্যতা দিয়ে সংবিধান নতুন করে রচনার সময় এসে গেছে। নাকি চলন্ত গাড়ির চাকার টিউবে লিক্ সারানোর মতো শুধু সংশোধনী পট্টি দিয়ে যেতে হবে? ১০৬ বার তো গ্যাটিস দেওয়া হলো। সংবিধান চালু হবার পরের বছরেই তো শুরু সংশোধনী প্রক্রিয়া। চলতি বছরেও তার ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

সংসদ কক্ষে যাঁরা সংশোধনীর পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেন আজ তাঁরাই তো সংবিধান স্বীকৃত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান একদম খুল্লামখুল্লা জনসমক্ষে। কি ট্রেজারি বেঞ্চের কি বিপক্ষ আসনের। দলবদলের আইন বাঁচিয়ে বহাল তবিয়তে অনেক সাংসদ ও বিধায়ক তো নির্লজ্জ ভাবে অন্য রাজনৈতিক দলের পতাকা হাতে বহণ করতেও দ্বিধা বোধও করেন না। মুখে তাঁদের এক ডায়লগ, মানুষের সেবা করতে চান। যেমনটি আবার লজ্জা বোধ করেন না কোনও কোনও রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী সাংবিধানিক আসনে বসে ব-কলমে সংবিধানের কোনও সংশোধনকে মানবেন না বলে জনসমক্ষে ব্যক্তিগত হুমকি দিতে।

দেশের সংবিধান থাকতে কিসের অবক্ষয়? কেন আইন প্রণেতারা আজ অনেকেই বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছেন আইনভঙ্গকারী হিসেবে? কেন বহু আইন রক্ষাকারীরা আজও জেলমুখী? সংবিধানের কি কোনও সংস্থানই নেই এসব অধঃপতন রুখে দেবার। কি দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েই চলেছে ক্রমশঃ, একবারও কি তা পর্যালোচনা করার সময় হয়নি আমাদের? পুরাতনী সংবিধান কি শুধুই হিলিয়ামের আকরে থাকা এক সনাতনী শো-পিস হয়েই রয়ে যাবে যুগ যুগ ধরে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে। অগত্যা কিইবা আর আমাদের করার আছে? আমরা যে হাজার হলেও আমআদমি না?

শুল্ক হুমকির বিষ তাড়াতে জিএসটি হ্রাস কেন্দ্রের

প্রণব গুহ

আমেরিকার একগুঁয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের অজান্তেই ভারত সরকারকে জনদরদী হিসাবে তুলে ধরার যে সুযোগ নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দিয়েছেন তাকে একেবারেই হাত ছাড়া করেনি ভারতের বর্তমান বিজেপি সরকার। ট্রাম্প যখন ভারতীয় পণ্যের উপর বিপুল শুল্ক চাপানোর হুমকি দিচ্ছেন মোদী তখন বিভিন্ন জনসভা থেকে লালকেল্লা সব জায়গায় বুক বাজিয়ে বলছেন ব্যক্তিগত ক্ষতি হলেও তাঁর প্রাণ থাকতে কৃষক, মৎস্যজীবি ও পশুপালকদের কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না। উপচে পড়েছে হাততালি। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা থেকে ষোলো আনা ফায়দা তুলতে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইঙ্গিত দিলেন জিএসটি করের পরিমান কমানোর। বুধবার রাতে তারই হুবহু প্রতিফলন ঘটলো কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সাংবাদিক সম্মেলনে। ক্ষতিকর নেশার দ্রব্য ও অতি বিলাস সামগ্রী বাদ দিয়ে সব পণ্যেই কমে গেল জিএসটির পরিমান। পাউরুটি সহ বেশ কয়েকটি পণ্যে তো জিএসটি শূন্য করে দেওয়া হয়েছে। বহুদিনের দাবী মেনে জীবন বীমা ও স্বাস্থ্য বীমাকে জিএসটির আওতা থেকে বাইরে করে দেওয়া হল। উঠে গেল ১২ ও ২৮ শতাংশের স্ল্যাব। থাকলো ৫, ১৮ ও ৪০ করহার। আগের ১২ ও ২৮ শতাংশ নেমে এল ৫ ও ১৮ শতাংশে। প্রধানমন্ত্রীর কর কমানোর অনুরোধের কথা উল্লেখ করে নির্মলা বুঝিয়ে দিলেন সরকারের জনদরদী মনোভাব কতটা আন্তরিক। শুধু তাই নয় এই জিএসটি হ্রাসকে আগামী উৎসব মরশুমের উপহার করে তুললেন নবরাত্রির প্রথম দিনে নতুন কর হার লাগু হবে বলে ঘোষণা করে। একেই বলে গুগলি বলকে ছক্কা হাঁকানো। একেই বলে মোদীর মাস্টার স্ট্রোক।

সরকার জানে ট্রাম্পের চড়া শুল্কের ফলে আমেরিকায় রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদন কমলে তার প্রভাব পড়বে কর্মসংস্থানে। বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনের আগে তা হবে বিড়ম্বনার। তাই শুল্ক হুমকিকে নির্বিষ করতে প্রথম দরকার আভ্যন্তরীণ বাজার চাঙ্গা করা। আমেরিকান শুল্ক বৃদ্ধিতে যেসব দেশীয় পণ্য উৎপাদন মার খাবে তাকে দেশীয় বাজারে প্রতিষ্ঠিত করাই মূল লক্ষ্য। জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং ডেকে ঠিক সেটাই করলেন নির্মলা। প্রথমেই সাংবাদিকদের তিনি জানিয়ে দিলেন সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা একমত হয়েই এই জিএসটি হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেউ সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন না বলে তিনি

কাউন্সিলের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সামনে নির্বাচন। অন্যান্য বিশেষ করে বিরোধী শাসিত রাজ্যের উপায় ছিল না এই কর কমানোর প্রস্তাবে সায় না দিয়ে। সেই সুযোগে সরকার সনসমক্ষে নিয়ে এল সরকারের জনদরদী ভাবমূর্তি।

এবার আসি ভারতের উপর দ্বিগুন কর চাপানোর পিছনে ট্রাম্পের আসল মতলবের কথায়। এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণে। তিনি কৃষক, মৎস্যজীবী ও পশুপালকদের কথা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্পের উদ্দেশ্য ছিল মোদীর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে আমেরিকার একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম। মোদী সেটায় রাজি হননি বলেই তাঁর এত গোঁসা। এর উপর ভারত রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কিনে আমেরিকার সাথে ব্যবসা করায় ধাক্কা খেয়েছে ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট প্রতিশ্রুতি। তিনি মোদীকে রাশিয়া নির্ভরতা বললেও তাকে পাত্তা দেয়নি ভারত। মনে আছে হয়তো সম্ভবত এই জন্যেই ট্রাম্প বলেছিলেন, মোদী বড় বন্ধুর চেয়ে বড় নিগোশিয়েটার।

একে তো ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধের বিতর্কে ভারতের আত্মসম্মানে আঘাত করেছেন ট্রাম্প। তার উপর ভারতের উপর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের অপচেষ্টা খণ্ড বিখণ্ড করেছে মোদী ট্রাম্পের বন্ধুত্ব। যদিও আন্তর্জাতিক কূটনীতি বলে আমেরিকা তার স্বার্থ ছাড়া কখনও কারও স্বাভাবিক বন্ধু হতেই পারে না। কূটনৈতিক মহল বলছে এই মুহূর্তে উগ্র আমেরিকা অস্মিতা ছাড়া ট্রাম্পের বাঁচার রাস্তা নেই। এর জন্যই টার্গেট ভারত ও ভারত বিরোধী পাকিস্তান-বাংলাদেশের বন্ধু হওয়ার পরিকল্পনা। ভারতকে টাইট দেওয়ার চেষ্টা করে নিজেকে দেশপ্রেমী সাজাতে চাইছেন ট্রাম্প। অথচ এই টাইট দেওয়ার নীতিই অনেকটা মাইলেজ দিয়ে দিল মোদী সরকারকে। বিরোধীদের হৈচৈ থামিয়ে দিতে কর হ্রাস থেকে শুরু করে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি, একের পর এক জনমোহিনী সিদ্ধান্ত আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে কতটা মাইলেজ দেবে তা বলবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল।

দেশ দেশান্তরে

শান্তি আলোচনায় যোগ দিচ্ছে ফিনল্যান্ড

বিশেষ প্রতিনিধি: ফিনল্যান্ড জানিয়েছে যে তারা ফিলিস্তিনি প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধান ও দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বাস্তবায়ন নিয়ে ঘোষণায় যোগ দিচ্ছে। শুক্রবার দেশটি এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানায়।

ঘোষণাটি হলো একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ফল, যা জুলাই মাসে জাতিসংঘে সৌদি আরব ও ফ্রান্সের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কয়েক দশকের পুরোনো সংঘাত নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি।

"ফ্রান্স ও সৌদি আরবের নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রক্রিয়াটি বছরের পর বছর ধরে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের শর্ত তৈরি করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা," ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলিনা ভ্যালটোনেন এক্স মাধ্যমে বলেছেন।

ঘোষণায় উল্লেখিত প্রথম ধাপ হলো ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে গাজায় চলমান প্রায় ২ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটানো।

সৌদি আরব ও ফ্রান্স জাতিসংঘে দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে ঘোষণাকে সমর্থন করার জন্য, যা দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের দিকে বাস্তবসম্মত, সময়সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপের দিক নির্দেশনা দেয়।

স্পেন ও নরওয়ের মতো কিছু ইউরোপীয় দেশের বিপরীতে, ফিনল্যান্ড এখনও ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। ফিনল্যান্ডের জোট সরকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির বিষয়ে অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত।

অস্ট্রেলিয়া-ইরান সম্পর্কের অবনতি

বিশেষ প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের স্তর কমিয়ে দিয়েছে ইরান, দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। এর এক সপ্তাহ আগে সিডনি ও মেলবোর্ন শহরে তেহরান-নির্দেশিত দুইটি ইহুদি-বিরোধী অগ্নিসংযোগ হামলার

অভিযোগে অস্ট্রেলিয়া ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করেছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমাইল বাঘাই বলেন, 'কূটনৈতিক আইনের অধীনে এবং অস্ট্রেলিয়ার পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায়, ইসলামি প্রজাতন্ত্রও ইরানে অস্ট্রেলিয়ার কূটনৈতিক উপস্থিতির স্তর হ্রাস করেছে'। তিনি আরও জানান, ক্যানবেরার রাষ্ট্রদূত ইতোমধ্যে ইরান ত্যাগ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ গত সপ্তাহে বলেন, তেহরানে অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাসের সরকার ইরানকে বিদেশি মাটিতে গোপনে শত্রুতামূলক কার্যক্রম চালানোর অভিযোগ করেছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র অস্ট্রেলিয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বাঘাই বলেন, 'ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদি-বিরোধিতার অভিযোগ হাস্যকর ও ভিত্তিহীন'। তিনি আরও যোগ করেন, তেহরান ক্যানবেরার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি কামনা করে না।

ইরানি কর্মকর্তারা জানান, ক্যানবেরায় ইরানের দূতাবাস এখনও কনস্যুলার সেবা প্রদান করছে।

পাঠকের কলমে

ভগ্ন ও পুরনো মাটির বাড়ি ভেঙে ফেলা হোক

লাগাতার বর্ষণের ফলে জেলায় জেলায় ভগ্ন ও পুরনো মাটির বাড়ি পড়ে অঘটনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও বা পুরনো পাকা বাড়ির একাংশ পড়ে বিপদ ঘটাচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা বাংলা আবাস যোজনায় বহু মানুষের পাকা বাড়ি হয়েছে। তা সত্বেও জেলায় জেলায় এখনও ১০-২০ শতাংশ মানুষের মাটির বাড়ি রয়ে গিয়েছে। এখনও অনেক পরিবার গৃহহীন। গ্রামে গ্রামে চার ধরনের মানুষ মাটির বাড়ি আগলে রেখেছে, (১) গ্রামে এমন অনেক ভগ্ন ও পুরনো মাটির বাড়ি আছে তাদের আর নেই কোন উত্তরাধিকার, তারফলে তাদের বাড়ি রয়ে গিয়েছে, (২) কিছু মাটির বাড়ির বনেদ পাকা করে টিনের ছাউনি করে সযত্নে রেখেছে (৩) এক শ্রেণীর মানুষ আবাস যোজনায় পাকা ঘর পেয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে মাটির বাড়ি রেখে দিয়েছে (৪) আর এক শ্রেণীর মানুষ মাটির বাড়ি আগলে রেখেছে পাকা বাড়ি পাবার আশায়। সে যাই হোক ভগ্ন ও পুরনো মাটির বাড়ি রেখে দেওয়া বিপদজনক। বর্ষা বা ঝড়ে যেকোন সময় ভেঙে পড়ে বিপদ ঘটাতে পারে। এছাড়াও এই সব ভগ্ন ও পুরনো বাড়িতে সাপের উপদ্রব বাড়ে। তারফলে প্রতিবেশীরা সাপের আতঙ্কে ভোগে।

তাই আমাদের প্রস্তাব যারা আবাস যোজনায় পাকা ঘর পেয়ে বসবাস শুরু করেছে, তাদের মাটির বাড়িগুলো ভেঙে ফেলা হোক। ভগ্ন ও পুরনো মাটির বাড়ি চিহ্নিত করে, তাদের বিকল্প ব্যবস্থা করে পঞ্চায়েত থেকে সেই বাড়িগুলো ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা চাই যাদের এখনও মাটির বাড়ি রয়ে গিয়েছে, যারা গৃহহীন, তাদের সকলের জন্য হোক নিরাপদ পাকা বাড়ি।

দীপংকর মান্না,আমতা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

উত্তরের আঙিনায়

যুদ্ধ বিরোধী শান্তি মিছিলে

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ১ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে যুদ্ধ বিরোধী শান্তি মিছিলে প্রচুর বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের অংশগ্রহণ করে। বামফ্রন্ট ও বামপন্থী দলসমূহের যৌথ উদ্যোগে এদিন বিকেলে শিলিগুড়ির

বাঘাযতীন পার্ক থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে কোর্ট মোড় হয়ে হিলকার্ট রোড এয়ারভিউ মোড়ে সমাপ্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিছিলে স্লোগান তোলা হয়। প্যালেস্টাইন এবং গাজায় ইসরাইলের অমানবিক নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষ স্লোগান তোলেন। অবিলম্বে ইরাকের যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি জানিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে। পাশাপাশি কেউ দাবি করা হয় মিছিলের থেকে অবিলম্বে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধের। সর্বোপরি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে, উন্নয়নের পক্ষে, কাজের পক্ষে, বেকারের কাজের দাবিতে, গরিব মানুষের ভাতের দাবিতে, চিকিৎসার দাবিতে গোটা মিছিল মুখরিত হয়ে ওঠে। এদিনের মিছিলে শিলিগুড়ি সমস্ত বামফ্রন্ট ও বামপন্থী দল সমুহের নেতৃত্ব বৃন্দ ও কর্মীও সমর্থক রা অংশ নিয়েছিলেন।

প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ৯৩,০৩,৪৬৩ টাকা অর্থানুকূল্যে অশোকনগর এলাকার ম্যাস্ট্রিক রাস্তা নির্মাণ পাশাপাশি উক্ত ওয়ার্ডে ১,১৫,২৯,০৫০ টাকা অর্থানুকূল্যে শীতলা পাড়া এলাকার পাকা ড্রেন ও রাস্তার নির্মাণ প্রকল্প গুলোর শুভ শিলান্যাস করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ি পুর নিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্য মেয়র পরিষদ সদস্য ও আধিকারিক বৃন্দ।

বৃত্তি পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাথমিক শিক্ষণ উন্নয়ন পর্ষদ (পঃবঃ) বাওয়ালী শাখার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় গত ১০ আগস্ট বাওয়ালী সঞ্চিতা কলা

ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবী অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর ১১৮ তম আত্মোৎসর্গ দিবসের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। একই সঙ্গে ওই দিনই ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের ২৪০ জন বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে সার্টিফিকেট, পুরস্কার ও চারাগাছ প্রদান করা হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৫ শতাংশ নম্বর যারা পেয়েছে এমন ২৪ জনকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়, উল্লেখ্য যে, বাওয়ালী কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শুভেচ্ছা সাঁতরা ৯৫ শতাংশের উপর নম্বর পেয়ে জেলা থেকে বৃত্তি অর্জন করেছে।

শহীদ ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পর্ষদের কলকাতা জেলা সভাপতি চন্ডী দত্ত, বিশেষ অতিথি কাজল ভট্টাচার্য্য সভাপতি হিসাবে ভেড়ী ভেটকাখালী উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অসিত বর্মন সহ স্বপন কুমার রায়, সাংস্কৃতিক কর্মী সেখ মইনুদ্দিন মল্লিক সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন, অতিথিদের পুষ্প, স্মারক ও চারাগাছ দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জীবন ও আত্মবলিদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন, আগামী প্রজন্মকে ক্ষুদিরাম তথা বিপ্লবীদের আদর্শ ও পথ অনুসরণের বার্তা দেন, নৃত্য–গান–আবৃত্তি–যোগব্যায়ামের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সেজে ওঠে। সৃজা ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র নৃত্য অ্যাডেমীর কলাকুশলীরা ক্ষুদিরাম বসুর জীবনী নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করে। কবি বসন্ত পরামানিকের সুযোগ্য সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি সুচারু ও ধারাবাহিকভাবে সুসম্পন্ন হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ বৃত্তি পরীক্ষার বাওয়ালী শাখার প্রধান উপদেষ্টা বাসুদেব কাবড়ী বলেন, আমাদের এই মহতী উদ্যোগের অংশীদার হয়েছেন বাওয়ালীর অসংখ্য শিক্ষাপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। তিনি আরো বলেন, বাওয়ালী বৃত্তি কমিটির প্রায় ৬০ জন সদস্য আন্তরিকতার সঙ্গে নিরলসভাবে এই কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে চলেছে। শুধু পরীক্ষা নয়, সারা বছর ধরে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ চলছে পুরোদমে।

থিমের পাশাপাশি সাবেকি পুজোর আয়োজন

পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে সর্বত্র। যদিও সেই কাউন্টডাউন এর ছন্দে তাল কাটছে অকালবৃষ্টি। তবুও আয়োজনের ঘাটতি নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমায় পুজোর ব্যস্ততাও তুঙ্গে। আলিপুর সদর মহকুমায় এবার যে সমস্ত পূজা কমিটি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তাদের আয়োজনে যেমন থাকছে থিম তেমনি থাকছে সাবেকিয়ানার পুজো।

মধ্যপূজালী ছোট বটতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব

প্রতিবছর এই পূজা কমিটি অভিনব থিম উপহার দেয়। তাদের এবছরের থিম 'মায়ের আগমনে এবার আমরা মিশরে'। এই থিমের ওপর ভর করে গড়ে উঠছে মণ্ডপসজ্জা। পূজা কমিটির সভাপতি অলক কুমার দাস জানালেন, মণ্ডপে পুরো মিশরকে তুলে আনা হবে। সেভাবেই তৈরি করছেন মিশরের থিম অনুপম মিস্ত্রি। অভিনব প্রতিমারও নির্মাণ করা হচ্ছে।

বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব

এই পূজা কমিটির পরিচালনায় উদয় সংঘ, সুভাষ উদ্যান, বজবজ। এই পূজা কমিটির দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। এবছর তাদের দুর্গোৎসব ৭৭ তম বর্ষে পদার্পণ করল। সম্পদেক মণ্ডলীর সদস্য দিব্যেন্দু হাজরা জানালেন, এবারে তাদের থিম 'জামশেদপুরের রাম মন্দির'। মণ্ডপসজ্জায় আছে শিব শঙ্কর ডেকোরেটার্স। প্রতিমা নির্মাণে স্বস্তি শিল্পী নিকেতন এবং আলোক সজ্জায় জোৎসনা ইলেকট্রিক ও আশা ইলেক্ট্রিক। এই দুর্গোৎসব কমিটিও প্রতিবছর তাদের থিমের ভাবনায় অভিনবত্ব রাখে। আশা করা যায় এ বছরও তাদের সেই থিম দর্শকদের মুগ্ধ করবে।

সাউথ বাওয়ালি যুব সম্প্রদায়

দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানার অন্তর্গত সাউথবাওয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সাউথ বাওয়ালি যুব সম্প্রদায়ের সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি পরিচালনায় মহিলা কমিটি এবারে তাদের পুজো ৫৬ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এবছরে তাদের থিম 'সাবেকিয়ানা'। সনাতনী রীতিনীতি মেনে ঐতিহ্যের যে সাবেকিয়ানার

দুর্গা প্রতিমা, সেই প্রতিমা এবারে পূজিত হবে এই দুর্গোৎসব কমিটিতে। প্রতিমা নির্মাণ করছে গৌরাঙ্গ স্টুডিও। পাশাপাশি থাকবে আলোকসজ্জার ব্যবস্থাও।

সাজুয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন সার্বজনীন দুর্গোৎসব

সাজুয়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি প্রতিবছরই তাদের মণ্ডপ কিংবা প্রতিমা নির্মাণে একটা থিমের ভাবনা থাকে। এবার ৫২ তম বর্ষে কিন্তু তারা ঐতিহ্যের সাবেকিয়ানার পূজোতেই ফিরে যাচ্ছে। একথা জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক অজয় মাইতি। এবারও পুজোর আয়োজনে অভিনবত্ব থাকবে।

রামচন্দ্র নগর নেতাজি সুভাষ ক্লাবের সার্বজনীন দুর্গোৎসব

এই দুর্গোৎসব কমিটি প্রতিবছর আকর্ষণীয় কোনও থিম উপহার দেয়। প্রচুর মানুষের আগমন ঘটে এদের পুজো দেখতে। পূজা কমিটির সভাপতি জ্ঞানানন্দ সামন্ত জানালেন, এবার তাদের পুজো–৪২ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এবছরে তাদের দুর্গোৎসবের থিম 'আই পি এল'। দুর্গা প্রতিমা আরাধনার সঙ্গে আইপিএল ক্রিকেট খেলারও একটা সংযোজন করা হবে যা প্রতিটি দর্শকদের আনন্দ দেবে। এছাড়াও থাকবে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূজা কমিটির সম্পাদক হংসরাজ বেরা সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ডোঙারিয়া চৌরাস্তা সার্বজনীন দুর্গোৎসব

এবছর এদের দুর্গাপুজো ৪৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এদের থিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'দুগ্গা দুগ্গা'। অভিনব প্রতিমা নির্মাণ করছেন শিল্পী বাবলু মান্না। পুজো কমিটির সম্পাদক সোমনাথ মণ্ডল জানালেন, এবছরে ডোঙারিয়া চৌরাস্তা সর্বত্র আলোকমালায় সেজে উঠবে। উদ্বোধন হবে পঞ্চমীর দিন। ওইদিন বাউল গানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাখরাহাট ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির দুর্গোৎসব

এবছর এই কমিটির দুর্গোৎসব ৯৬ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এখানকার প্রতিমা অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুন্দর হয়। প্রতিমা নির্মাণ করছে গৌরাঙ্গ স্টুডিও। ব্যবসায়ী সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক তথা পূজা কমিটির কর্ণধার কাজল দত্ত জানালেন, মাতৃ আরাধনার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানবিক কর্মসূচি ও গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশালক্ষীতলা আমরা সবাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব

এই দুর্গোৎসব কমিটির পূজো এবার ৩৯ তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। পূজা কমিটির সম্পাদক অনুপ মণ্ডল জানালেন, এবারে তাদের থিমের নাম 'বোধিমূল–জ্ঞানের বৃক্ষ'। শারীরিক মানসিক ও আত্মীক উন্নয়নের স্তরকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হবে অভিনব থিমের মাধ্যমে। মহালয়ার দিন আয়োজন করা হয়েছে রক্তদান শিবির এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের।

আধপোড়া মৃতদেহর ময়না তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা শীতলা সরদার(৫৫) মারা গিয়েছিল ৩ সেপ্টেম্বর সকালে, সন্ধ্যা নাগাদ দেহ সৎকারের জন্য গ্রামের লোকজন স্থানীয় কালিগঙ্গা শ্মশানে গিয়েছিলেন। সাথে মৃতার ছেলে অরুণ সরদারও গিয়েছিলেন। চিতায় তুলে সৎকারের কাজ চলছিল। ইতিমধ্যে মেঘভাঙা বৃষ্টি শুরু হয়।

আধপোড়া অবস্থায় দেহটি চিতা থেকে নামিয়ে শ্মশানের পাশেই পিয়ালি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। শ্মশান যাত্রী সহ মৃতার পরিবারের লোকজন বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ফিরে যায়। ইতিমধ্যে আধপোড়া মৃতদেহ পিয়ালি নদীতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। তাদের সন্দেহ হয়। তারা ক্যানিং থানার পুলিশকে খবর দিয়ে ঘটনার কথা জানায়। পুলিশ রাতেই কালিগঙ্গা শ্মশানে হাজীর হয়। পিয়ালি নদী থেকে আধপোড়া মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি খোঁজখবর শুরু করে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে হাজীর হয়। সেখানে মৃতার পরিবারের সাথে কথা বলেন। কোন প্রকার সদুত্তর না পেয়ে পুলিশ মৃতার ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। পাশাপাশি আধপোড়া দেহটি ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মৃতার ছেলে অরুণ সরদার জানিয়েছে, 'মা বাড়িতেই অসুস্থ অবস্থায় মারা গিয়েছিল। গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য'র কাছ থেকে মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে কালিগঙ্গা শ্মশানে দাহ করতে গিয়েছিলাম।'

অন্যদিকে, পুলিশ সুত্রের খবর দেহটি ঠিক কার? সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পত্র দেখাতে পারেনি পরিবারের লোকজন। ফলে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তারপর নদীতে আধপোড়া অবস্থায় মৃতদেহ ভাসছিল? কেনই বা পুরো সৎকার করা হল না? এমন সব প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সঠিক কারণ খুঁজে পেতে আধপোড়া দেহটি বৃহস্পতিবার ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন হবে। '

সুফলের দোলাচলে

প্রথম পাতার পর

যেমনি মুদ্রণ শিল্প অর্থাৎ স্কুল কলেজে বই খাতা বা অফিস কাছারিতে ব্যবহৃত কাগজ শিল্পে সরকার বা কাউন্সিল তেমন কোনও সুরাহা দিতে পারেনি। প্লাস্টিক বর্জনে কাগজ শিল্পে একটা বিরাট ভূমিকা আছে। প্লাস্টিকের প্যাকেটের পরিবর্তে কাগজের প্যাকেজিং যেভাবে বাজারে ফেরার চেষ্টা করছে, সেখানে আপাতত একটা দাঁড়ি পড়ে গেল বলা যায়। কারণ কাগজে যে ১৮ শতাংশ জিএসটি ছিল, তা যথারীতি বহাল রইল। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকে কাগজের দাম ঊর্ধ্বমুখী। ফলে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা আশা হত হলো। বেঙ্গল পেপার ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা রাজেশ আগরওয়াল জানান, তারা এর প্রতিবাদে কাউন্সিল ও সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠাচ্ছেন। খুশি নয় মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত অনেকগুলো শিল্প। যারা মুদ্রণ শিল্পে কালি ও কেমিক্যাল তৈরি করেন তাদের বক্তব্য ১৮ শতাংশ ইমপুট সম ১৮ শতাংশ আউটপুট যদি সবটাই জিএসটি দিতে হয়, শিল্পে জি পি রেট বা নেট প্রফিটের শতাংশ অবশিষ্ট কী থাকবে? ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথই বা হবে কিভাবে? ক্ষুদ্র শিল্পের সারা ভারতের একটি বড়ো সংগঠন 'ফেডারেশন অব অ্যাসোসিয়েশন স্মল ইন্ডাস্ট্রিজের(ফ্যাসি) রাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'মধ্যবিত্তকে ছাড় দেওয়ার এই সংস্কারের জিএসটির কথা যেটা বলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ছোট শিল্পের জন্য তেমন কিছু নয়। যেটা ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেটা সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন ক্ষেত্রেও নয়। এর কিছু জিনিস বা পণ্য ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত।

জীবন বিমা বা স্বাস্থ্য বিমা পলিসিতে জিএসটি বসানোয় বিরোধী সব রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল, দীর্ঘ ৮ বছর পর তা থেকে সাধারণ নাগরিক কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন মাত্র। কিন্তু সব কথার আসল কথা নোট বন্দী ও তারপর পরই জিএসটি প্রয়োগ, দেশের অর্থনীতি গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। এখন দেখার বিষয় যে এই সংস্কারের জিএসটি খোলা বাজারের "মরা গাঙে কতটা জোয়ার আনতে পারে? সময়ই বলবে সাধারণ মানুষ কতটা উপকার পেল।

শুধু কর কমালেই হবে না

প্রথম পাতার পর

এই আদায় কমিয়ে তারা যদি পেট্রোল ডিজেলে কর ছাড় না দেয় তাহলে তেমন কোনও সুবিধা পাবে না বাংলার নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে পথ মাড়াবে না বলেই তাঁদের ধারণা। এখন তো আবার জিএসটি বদল হওয়ায় আয় কমে যাওয়ার অজুহাত তুলবে রাজ্যগুলি।

অতএব কর ছাড়ের আয়োজন করে প্রচারের মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা না তুলে প্রকৃত মূল্যহ্রাসের সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করাই একটা সরকারের কর্তব্য।

চাকরি যেতে পারে

প্রথম পাতার পর

অনেককে আবার বলতে শোনা যাচ্ছে, যে এসএসসি যখন এত টালবাহানার পরে ১৮০৩ জন দাগি শিক্ষকের নাম প্রকাশ করে দিল অর্থাৎ এসএসসি বা রাজ্য সরকার মেনে নিল যে দুর্নীতিগ্রস্ত বা দাগি চোরেদের চাকরি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এখানে দুর্নীতির অভিযোগটি স্পষ্ট। এবার তাহলে ওই দাগি শিক্ষকরা যে সমস্ত দাগি নেতাদের টাকা দিয়েছে তাদের নামগুলো প্রকাশ্যে আনা হোক। অনেকে আবার বলছেন, যে সমস্ত দাগি শিক্ষকরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন তাদের কিছু দোষ নেই। কারণ রাজ্য সরকার বা এসএসসি বাজারে আলু–পটলের মত শিক্ষকের চাকরি বিক্রয় করার জন্য বসেছিল সেখান থেকে যেমন আমরা দৈনন্দিন চাল, ডাল, আলু কিনি কেউ যদি টাকা দিয়ে চাকরি কিনে থাকে তাহলে তাদের অপরাধ কোথায়? তাদের যদি অপরাধ হয় তাহলে যারা চাকরি বিক্রি করল তাদেরও তো সমান অপরাধ। তাহলে তাদের নামগুলো প্রকাশ্যে আনা হোক।

এরই মাঝে আবার নতুন করে একটা বিষয় উঠে আসছে। অনেকে বলছেন, পুজোর আগেই আরো কোনো বড় দুঃসংবাদ আসতে পারে। টেটের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০১৬ সালে, ২০১৪ সালে যার পরীক্ষা হয়েছিল সেক্ষেত্রে প্রায় ৪২,৯৪৯ জনের চাকরি চলে যেতে পারে। আগেই হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলী ৩২ হাজার প্রাথমিকে চাকরি বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন। তারপরে হাইকোর্টে স্টে অর্ডার হয়ে যায়। এখন আর অভিজিৎ গাঙ্গুলী বিচারপতি নেই। তিনি বিচার ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে রাজনীতির ময়দানে নেমে সফল হয়ে সাংসদ হয়েছেন। ওই মামলা এখন কলকাতা হাইকোর্টে তপব্রত চক্রবর্তী ও ঋতব্রত কুমার মিত্রের এজলাসে আছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর যে মামলার পরবর্তী শুনানি। যা জানা যাচ্ছে, অভিজিৎ গাঙ্গুলী যখন বিচারপতি ছিলেন যে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন, যেগুলি ছিল অপ্রশিক্ষিত। পরবর্তী সময়ে আরো ১২ হাজার প্রশিক্ষিত চাকুরী শিক্ষকের নামও তার সঙ্গে নথিভূক্ত হয়েছে। ফলে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ৪২৯৪৯–এ। ওই মামলায় যে সমস্ত অভিযোগগুলো উঠে এসেছে, ওএমআর সিটের কোন কপি নেই, ওখানে অবৈধ নম্বর যোগ করা হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকেও চাকরি দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ বহির্ভূত ক্ষেত্র থেকেও নিয়োগ করা হয়েছে। এখানে নাকি সম্পূর্ণটাই দুর্নীতিভাবে নিয়োগ হয়েছে এবং বিশাল একটা কেলেঙ্কারির ঘটনা আছে। এখন হাইকোর্টের ২ বিচারপতি ১১ সেপ্টেম্বর ওই মামলার শুনানিতে কি রায় দেয় সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছে সবাই। তবে অভিজ্ঞ মহল বলছে, ২০১৬ সালের এসএসসির ২৬০০০ যে শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ হয়েছিল বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও রাজ্য সরকার তাদের বাঁচাতে পারেনি। এ ক্ষেত্রেও টেটে নিয়োগ প্রায় ৪২,৯৪৯ জনের চাকরিও রাজ্য সরকার আদৌ বাঁচাতে পারবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে!

বজবজ ২ পঞ্চায়েত সমিতিতে শিক্ষক দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি এবং বজবজ ২ নম্বর ব্লক প্রশাসন গত ৪ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে সম্মান জানিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস উদযাপন করলো। উপস্থিত ছিলেন বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি, জয়েন্ট বিডিও শেখ শওকত আলী, নোদাখালী থানার আইসি ধিমান বৈরাগী, জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি, ব্লকের এডুকেশন অফিসার সৌমেন মণ্ডল, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শেখ ইউনিস আলী খান প্রমূখ। ১৩০ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে এদিন পুষ্পস্তবক, কলম এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের প্রাথমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, জুনিয়র হাই স্কুল, এসএসকের শিক্ষক–শিক্ষিকরা উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি তার বক্তব্যে বলেন, 'শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতির মেরুদন্ড তাদেরকে সম্মান জানিয়ে আমরাও সম্মানিত।' রায়পুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'বজবজ ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্লক প্রশাসন আমাদেরকে মনে রেখে যে সম্মান জানালেন তাতে আমরা আরও অনুপ্রাণিত হলাম।' অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক।

নাম পরিবর্তন

আমি সাকিল হাসান নস্কর পিতা – আপসার আলী নস্কর(apsar Ali Naskar) গ্রাম–পাতিবুনিয়া,থানা–নামখানা, জেলা– দক্ষিন ২৪ পরগনার বাসিন্দা হইতেছে গত ইংরেজি ৩/৯/২০২৫ তারিখে আমার বাবার নাম ভুল থাকার কারণে কাকদ্বীপ আদালতে একটি ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কোর্ট এপিডেভিট আমার পিতার নাম সংশোধন করিলাম আফছার আলীর লস্কর থেকে আপসার আলী নস্কর,ইহাতে কাহারও কোনো ওজোর আপত্তি থাকলে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া বিষয়টি আলোক পাত করিবেন।

আমি সঞ্জীত বিশ্বাস কামরাবাদ মৌজায় অন্তর্গত দাগ নং– 1710, খতিয়ান নং– 5635, 164 নং আমমোক্তার মধ্যেকার 8201 দলিল মূলে, MN/2025/1615/42100 নং কেসের মাধ্যমে রেকর্ড করিবার আবেদন করছি। কাহারও যদি আপত্তি থাকে তাহলে উক্ত তারিখে সোনারপুর BLRO OFFICE এ যোগাযোগ করিবেন।

মেতেছে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে সেই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন এখনও কিন্তু একরাশ আতঙ্ক সঙ্গে নিয়ে রাতে ঘুমোতে হয়। তবে, বিস্তর প্রতিকূলতার মধ্যে এইমুহূর্তে জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের অসংখ্য প্রান্তিক মানুষজনের কাছে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করাটাই বেশ কষ্টসাধ্য। এবারে লাগাতার বর্ষার কারণে সেদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধানের উৎপাদন হয়নি। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশে চালের জোগান নিয়ে বেশ সংকটের মুখে পড়েছে ইউনূস প্রশাসন। সেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে বিপুল পরিমান চাল আমদানির জন্য ভারতের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি অতি সাধারণ মানুষগুলির কাছে এখন একটাই কোটি টাকার প্রশ্ন কবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশজুড়ে শান্তি–শৃঙ্খলার পরিবেশ গড়ে উঠবে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ হবে? কার্যত এই একই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সেদেশের হিন্দুরা এবারে দেবী দুর্গার আরাধনার প্রস্তুতিতে মগ্ন। যদিও ইউনূস প্রশাসন বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে আগামী বছরের গোড়ার দিকেই দেশজুড়ে নির্বাচন সংঘটিত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

রাজগ্রাম থেকে বড়ুয়া গোপালপুর পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার সিঙ্গেল রেললাইন রয়েছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পাথর শিল্পাঞ্চলে রেল লাইনের ২ কিমি পর মাঝখানে অনেকগুলি পরিত্যাক্ত খাদান রয়েছে রেলের ধারে। সেখানে একটি পরিত্যাক্ত খাদানকে পুনরায় খনন করার ফলে রেলে ধস নামার সম্ভাবনা থাকায় রেল দপ্তর মহারাজা কাশেম বাজার স্টোন কোম্পানীকে নোটিশ দিয়ে জানায়, তারা সেখানে ওই খাদান চালু রাখায়, রেল ওয়াগেন পাঠানো বন্ধ রাখা হয়েছে। কোন মালগাড়ি সেখানে ঢুকে না। এই শিল্প এলাকা থেকে প্রচুর পাথর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাপ্লাই হতো সেটা এখন বন্ধ রয়েছে। পাথর লোডার শ্রমিকরা বলে, এখানে কোন ট্রাক, ডাম্পার, ট্রাক্টর না ঢুকার ফলে আমাদের লোডিংর কাজ বন্ধ। সিআইটিইউ বীরভূম জেলা নেতা তথা মুরারই ব্লক সমন্বয় কমিটির সম্পাদক এরুল শেখ বলেন, এই উৎসবের সময় শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া বেতন না পাওয়ায় তারা বিপদে পড়ে গিয়েছে। অবিলম্বে শ্রমিকদের স্বার্থে খাদান ও ক্র্যাশার খুলতে হবে। তা নাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে শ্রমিক সংগঠনগুলি।'

একতরফা কোনও বাড়ি ভাঙা হবে না : মেয়র

বরুণ মণ্ডল

দক্ষিণ কলকাতার ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ ওয়ার্ডবাসীর গণস্বাক্ষরিত পিটিশন কলকাতা পৌরসংস্থার নিকট জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন তা উপেক্ষিত? পৌর মাসিক অধিবেশনে এ প্রশ্ন তুললেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পৌরপ্রতিনিধি সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়। তার প্রশ্ন গড়িয়াহাটের মোড়ের সন্নিকটে ফার্ন রোডের মাঝখানে যে 'ম্যান্ডটরি ওপেন স্পেসটি ছিল সেটি ৮/৫৭ ও ৮/৫৮ এবং ১০জে ও ১০কে নম্বর অবৈধ নির্মাণের জন্য পুরোপুরি ব্লক গিয়েছে। কোনও আগুন লাগলে সেখানে ফায়ার ইঞ্জিন প্রবেশ করতে পারবে না। এই বাড়িগুলির মাঝখানে যে 'ম্যাণ্ডটরি ওপেন স্পেস– সেটাকে এই অবৈধ নির্মাণ 'এনক্রোচ্' করেছে। বর্তমানে প্রথম তলা থেকে তৃতীয় তলা পর্যন্ত অংশে যে ক্যান্টিলিভার বারান্দা রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং এগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার অনুমোদিত নকশায় নেই।

৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির আরও অভিযোগ প্রেমিসেস নম্বর ১০জে, ফার্ন রোড, কলকাতা–১৯টিতে চলতি বছরের ২৬ মে নোটিশ জারি হওয়ার পরও বিল্ডিং দপ্তর ভাঙার কাজ শুরু করেনি। পরদিন স্থানীয় পৌরবাসীরা গণ অভিযোগ জমা দেওয়ার পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, বরং দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করে শুনানির জন্য পাঠানো হয়েছে। সুদর্শনার প্রশ্ন একজন ব্যক্তি কেন বারংবার অবৈধ নির্মাণ করে, কলকাতা পৌরসংস্থাকে বিভ্রান্ত করছে? কেন কোনও শাস্তি ছাড়াই পার পেয়ে যান? খোদ শাসকদলের পৌরপ্রতিনিধির এমন বক্তব্যে পৌরকর্তারা ঘোর অস্বস্তিতে পড়েন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফার্ন রোডের ওই বাড়িটির বেআইনি নির্মাণের অংশ নিয়ে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধির সঙ্গে পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তরের দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে।

গতবছরের ১৮ সেপ্টেম্বর তারা বিল্ডিং দপ্তরকে রিপেয়ারিং করবে একথা জানিয়ে স্থানীয় ৮ নম্বর বরোর বিল্ডিং দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের প্রভাবিত করে ছাড়ের জমিতে বিপজ্জনকভাবে একটি অবৈধ ক্যান্টিলিভারের ওপর তিনটি ফ্লোরে বারান্দা ঘিরে নিয়ে ঘর করে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি আবারও প্রশ্ন তোলেন তখনই কেন বিল্ডিং দপ্তর ৪০১ ধারার নোটিশের সঙ্গে ৪০১এ ধারার নোটিশ দিয়ে 'ডিমলিশন্ দিল না?

তৃণমূলের পৌরপ্রতিনিধির এরকম একাধিক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থা একতরফা ভাবে কোনও বাড়ি ভেঙে দিতে পারে না। ছোটও কোনও ডেভিয়েশন থেকে থাকে তাহলে এটা ৪০১ ধারায় নোটিশ দেওয়া হয় এবং ওই নোটিশ দিয়ে উভয়পক্ষের হেয়ারিংয়ের সুযোগ না দিয়ে আইনত একতরফা কাজ করা যায় না। আপাতত এটা বিল্ডিং দপ্তরে পুরো বিষয়টি রয়েছে। তবে হেয়ারিং অফিসার আইনত যা করবেন, উভয়পক্ষকে সেটাই মানতে হবে। দুপক্ষের কথা শুনে হেয়ারিং অফিসার একটা অর্ডার পাস করবে। আর ওই নির্দিষ্ট বাড়ির ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থাও সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করবে।'

অবৈধ বসতি উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা কলকাতা পৌর এলাকার উড়ালপুল ও সেতুর নীচে বেআইনি বসতি ও দোকান সরাতে অভিযান শুরু করেছে। ইতিমধ্যে শহরের ৪টি সেতুর নীচ থেকে অবৈধ বসতি ও অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। আর ওই জায়গাগুলিতে লোহার গ্রিল বসিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে, যাতে আগামীদিনে কেউ ওই জায়গা দখল করতে না পারে। পাশাপাশি কলকাতা শহরের আরও ৮টি সেতুর নীচে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার সন্নিকটে মা সারদামণি সেতু, টালিগঞ্জ–হরিদেবপুর সংযোগকারী করুণাময়ী সেতু, চিংড়িঘাটা উড়ালপুল ও ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের আম্বেদকর সেতুর নীচ থেকে উচ্ছেদ অভিযান সম্পূর্ণ করে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে বাঘাযতীন ব্রিজ, চেতলা লকগেট ব্রিজ, দুর্গাপুর ব্রিজ, বাগমাড়ি ব্রিজ, কামালগাছি ব্রিজ, চিৎপুর ব্রিজ, উল্টোডাঙা উড়ালপুল ও ভিআইপি রোড সল্টলেক সংযোগকারী স্লিপ

ব্রিজের নীচে উচ্ছেদ অভিযান চলছে। কেএমডিএ সূত্রে খবর বহু উড়ালপুল ও সেতুর নীচে বছরের পর বছর ধরে অস্থায়ী বসতি তৈরি করে কোথাও দোকান কোথাও আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না চলছে। এরফলে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয় ব্রিজ পরিদর্শনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। গত ডিসেম্বরে নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজের(ডিরোজিও সেতু) নীচে আগুন লেগে সেতুর নীচের কংক্রিট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরই কেএমডিএ নড়েচড়ে বসে।

রেশন কার্ড ৬ মাসে নিষ্ক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোনও রেশন গ্রাহক তার নামে বরাদ্দ খাদ্যশস্য টানা ছ'মাস না তুললে, তবেই সেই ডিজিটাল রেশন কার্ড সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। আগে এই সময়সীমা ছিল দু'মাস। রাজ্য খাদ্য দফতর রেশন ব্যবস্থা পরিচালনার সংশোধিত কন্ট্রোল অর্ডার জারি করে একথা জানিয়েছে। নিষ্ক্রিয় কার্ড পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ফের চালু করার সুযোগও থাকছে। নিষ্ক্রিয় কার্ড চালু করতে গ্রাহককে ফের ই–কেওয়াইসি জমা দিতে হবে। আধারভিত্তিক বায়োমেট্রিক যাচাইয়ের মাধ্যমে তা করা যাবে।

বার্তা

অসচেতনতা : চেতনার অভাব, স্বাধীণতা দিবস পালিত হয়েছে আজ প্রায় সপ্তা তিনেক হলেও আজও রাস্তা জুড়ে, থরে থরে ঝুলছে পতাকা, রাস্তা ধরে লাইন দিয়ে বাইক চললেও হেলমেট নেই একজনেরও মাথায়, ডাকঘরের ছবি।
ছবি : অভিজিৎ কর

পঠনপাঠন: শিক্ষক দিবসে শুরু বিনামূল্যে পঠনপাঠন–শিক্ষক দিবসের দিন থেকে দেউচা গ্রামের কৃষ্ণকান্ত সাহার উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিনামূল্যে পঠনপাঠন শুরু হলো ডেউচার জামবনী গ্রামে।

গুরুদক্ষিনা: নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও ঝড়খালি সবুজ বাহিনী পরিচালিত বাসন্তীর ঝড়খালির বিদ্যাসাগর পল্লীতে বিবেক জ্যোতি শিক্ষাকেন্দ্রে পালিত হল শিক্ষক দিবস।

বস্ত্র শিল্প: কলকাতার ইন্ডিয়ান জুট ইন্ড্রাস্ট্রিজ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, এআই দ্বারা পরিচালিত শিল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক পরিকল্পনা এবং গবেষণার আরও প্রয়োজন, যা শক্তিশালী করবে বস্ত্র শিল্পকেও। যেখানে এআই পরিচালিত তন্তুর শ্রেণিবিন্যাস আরও সহজ এবং নিখুঁত হবে। ইজিরার পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুটি অত্যাধুনিক মেশিন ইতিমধ্যেই বরাত দেওয়া হয়েছে এবং ভারতের এই মেশিন প্রমাণ করছে আমাদের চিনের প্রতি নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে।

শিল্প দেবতা: কদিন পরেই বিশ্বকর্মা পুজো বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলেছে শেষ প্রস্তুতি।
ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

পুজো শেষে আটকানো যাবে না মাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার দুর্গাপুজোয় বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, পুজোর কারণে খেলাধুলোর মাঠ কমবেশি ৬–৮ মাস আটকে যাচ্ছে। ফলে পুজোর পর সেই মাঠ আর খেলাধুলোর জন্য উপযুক্ত থাকছে না। আবার পাড়ার মাঠ খেলাধুলোর জন্য সঠিকভাবে তৈরি করা সমস্যার হয়ে যাচ্ছে। বড়ো মাঠগুলো খেলাধুলো এবং ফুটবল–ক্রিকেট–হকি প্রশিক্ষণের জন্য এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন কম্পিটিশনের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব, পুজোর জন্য যদি নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করা যায় এবং প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন খেলাধুলোর সময়টা নির্ধারিত করা যায়। এবং সেটা যদি লিখিত চুক্তিতে এটা কিছু করার নেই। আবার সেখানে দুর্গা–কালী–সরস্বতী পুজোও হয়।

তিনি আরও বলেন, 'তবে মাঠগুলিকে স্থানীয় বরো কমিটির এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াররা পুজো কমিটিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের বা দিনের জন্য অনুমতি দিয়ে থাকেন। কোনও অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনও পুজো কমিটিকে মাঠ ও রাস্তা দেওয়া হয় না। তবে সেই নির্দিষ্ট সময়কালকে কোনও পুজো কমিটি যদি মেনটেনেন্স না করেন, তবে আপনি অবশ্যই অভিযোগ জানাতে পারেন। তাহলে ওই নির্দিষ্ট পুজো কমিটির বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেব। আর যে পুজো কমিটিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাঠটি দেওয়া হয়, পুজো শেষে তাদেরই মাঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়ার দায়দায়িত্ব, যা অনুমোদনপত্রেই বলা থাকে। তবে

থাকে। তাহলে বাকি সময় মাঠকে খেলার উপযুক্ত রাখা যায়। পুজোর শেষে মাঠ পরিষ্কার করে খেলাধুলোর উপযুক্ত করতে যথেষ্ট সময় লাগে। কাজে–কাজেই 'সময় নির্ধারণ চুক্তি খুবই আবশ্যিক।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও ক্রীড়া দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'দুর্গাপুজোর সঙ্গে আমাদের বাঙালিদের একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। এটা বাংলার একটা সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। তবে মাঠ সম্পর্কে যা বলেছেন, সেবিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে একমত। তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কলকাতা শহরে মাঠের সংখ্যা যথেষ্ট কম। ফলে কলকাতা পৌরসংস্থার পার্ক গুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। মাঠে প্রবীণরা হাঁটে। ছোটো–ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করে। আবার আইএফএ ও সিএবির টুর্নামেন্টও হয়। আসলে জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের লোকজন পুজোর সময়কালে প্রতিদিন মাঠ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখে। তবে স্টলগুলি উঠে যাওয়ার পর বাকি যে জঞ্জালটা থাকে, সেটা পুজো কমিটিরই দায়িত্ব পরিষ্কার করে দেওয়ার। আর আপনার ওয়ার্ডের দেশবন্ধু পার্কে তো আইএফএ–সিএবির খেলা হয়। তাই ওই মাঠ আটকে রাখার উপায় নেই। মাঠকে খেলাধুলোর উপযোগী করতেই হবে। দুর্গাপুজোর পর নভেম্বর থেকে সিএবির লিগ শুরু হয়। আর দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কেও দুর্গা পুজো হয়। আবার নভেম্বর থেকে সিএবির লিগও শুরু হয়। পুজো শেষেই নভেম্বরের আগেই মাঠ খেলার উপযোগী করা হবে। সেই চাপটা প্রতি বছরই হয় এবারও হবে। আর পুজো কমিটিগুলি মাঠ আটকে রাখলে আমাদের জানাবেন। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সমাবর্তন: কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং এনআইএফটি কলকাতার সমাবর্তনে যোগ দিয়ে বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের বস্ত্রশিল্প ৩৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজারে পরিণত হবে। আনুমানিক ৩.৫ কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হবে, ৩০ মিলিয়ন টন তন্তু উৎপাদনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ভারত।

এবার ২ দফায় উচ্চমাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে এবার থেকে ২ দফায় উচ্চমাধ্যমিক। প্রথম দফা(পার্ট ওয়ান) তৃতীয় সেমিস্টার শুরু চলতি মাসের ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল ১০টায় চলবে ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফা(পার্ট টু) শুরু আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় চলবে ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার পর্যন্ত। আবার তৃতীয় সেমিস্টারে যারা কোনও বিষয়ে 'সাপ্লিমেন্টারি পাবে বা পরীক্ষায় অনুপস্থিত তাদের 'সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষাও ওই ১২ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টা থেকে শুরু হবে। তৃতীয় সেমিস্টারে রেজাল্ট প্রকাশিত হবে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। তবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হবে চতুর্থ সেমিস্টারের পর। তাতে গ্রেডসহ পূর্বের সব কিছুই থাকবে।

২ সেপ্টেম্বর বিধাননগরের বিদ্যাসাগর ভবনে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'তৃতীয় সেমিস্টারে এমসিকিউ (মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন) প্রশ্নপত্রে টোকাটুকি রুখতে প্রশ্নপত্রের ২টি করে সেট থানার কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক এমন সিদ্ধান্ত এই প্রথম। তবে মালদহ মুর্শিদাবাদ জেলাসহ রাজ্যের সর্বত্র প্রথম প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে প্রথম প্রশ্নপত্রের পরিবর্তে দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হতে পারে। আর প্রয়োজন না হলেন দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রের সিল করা প্যাকেট রাজ্যের ৪২৬টি থানাতে বন্দি থাকবে। উচ্চমাধ্যমিকে এবারই প্রথম পরীক্ষার্থীররা ওএমআরে উত্তর করবে। উত্তরপত্র এবার থানায় থাকবে। এবার মোট ৬৬টি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা চলবে ১ঘন্টা ১৫ মিনিট। এই সময় কালে কোনও পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল থেকে বের হতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা শুরুর ১ঘন্টা পরে লেখা শেষ হয়ে গেলেও বা ১ ঘন্টা পরে টয়লেটের জন্যেও পরীক্ষার হল থেকে বেরনো যাবে না। তবে ব্যতিক্রম মেডিকেল ইমার্জেন্সি। এবার ক্যালকুলেটরসহ কোনও ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট হলে পরীক্ষার্থীর কাছে মিললে তার সকল পরীক্ষা বাতিল করে 'এনরোলমেন্ট' খারিজ করা হবে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার দিনে সকাল ৯টার মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। সকাল ৯টা ৫৫মিনিটে

পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সামনে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলতে হবে এবং ১০টায় পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র এবং ওএমআর সিট বিতরণ করা হবে। ওএমআর সিট ফিলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সকাল ১০টা ৩০মিনিটের মধ্যেও পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবে। এই পরীক্ষায় কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। ৩০ শতাংশ নম্বর পেলে পাস করবে। ৪০ নম্বরে ১২ পেলে পাস।

তৃতীয় সেমিস্টারে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬,৫৯,৮১৪ জন। এতে ছাত্রের সংখ্যা ২,৯০,১১৬ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩,৬৯,৬৯৮ জন। ছাত্রদের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা ৭৯,৫৮২ জন বেশি। রাজ্যের ২৩টি জেলার মধ্যে প্রতি জেলাতেই ছাত্রের থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। কলকাতা জেলা থেকে ছাত্র পরীক্ষার্থী রয়েছে ১৩,১৩২ জন এবং ছাত্রী রয়েছে ১৫,৩৩০ জন। কলকাতায় মোট পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে ১৩৩টি। তার মধ্যে কেবল ছাত্রীদের জন্য রয়েছে ৫৯টি। রাজ্যের মোট ২,১০৬টি স্কুলে এবার এই তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা চলবে। তার মধ্যে ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রে ২০ জন পরীক্ষার্থী প্রতি ২ জন ইনভিজিলেটর গার্ডে থাকবেন। উত্তরপত্র ওএমআর সিটের মূল্যায়ণ কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। সেজন্য কোনও এগজ্যামিনার ও হেড এগজ্যামিনার যুক্ত থাকবে না।

নতুন পদ্ধতিতে উচ্চ মাধ্যমিকের নম্বর বিভাজন নিয়ে সংসদ উপসচিব (পরীক্ষা) উৎপল কুমার বিশ্বাস বলেন, 'তৃতীয় সেমিস্টারে ল্যাবরেটরি ভিত্তিক বিষয়ের ওপর এমসিকিউ টাইপ ওএমআর সিটে লিখিত পরীক্ষা হবে ৩৫ নম্বরের এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে ১৫ নম্বরের। আর ল্যাবরেটরি ভিত্তিক নয়, এমন বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা হবে ৪০ নম্বরের। বাকি ১০ নম্বর থাকছে প্রজেক্টে। আর একই নম্বর বিভাজন থাকবে উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টারের পরীক্ষাতেও। তবে চতুর্থ সেমিস্টারে লিখিত পরীক্ষায় অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, ব্যাখ্যাধর্মী সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং রচনাধর্মী প্রশ্ন থাকবে। ৩৫ বা ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা।'

জানা-অজানা সফরে

অনন্য চিত্রকূট

শর্মিষ্ঠা সাহা

ভ্রমণের নেশায় প্রায়ই বেড়িয়ে পড়ি। এবার ১৪৪ বছর পর কুম্ভস্নান করার লোভ সামলাতে না পেরে বেড়িয়ে পড়লাম। লক্ষ্ণৌ পৌঁছে একটা গাড়ী নিয়ে প্রয়াগরাজ পৌঁছলাম। তারপর ওখানকার স্থানীয় গাড়ী নিয়ে পৌঁছলাম মহামিলনক্ষেত্র গঙ্গা–যমুনা সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমস্থল। এতো শুধু তীর্থ নয় এ যেন সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা–ভাষী মানুষের এক মহামিলন ক্ষেত্র। এখানে আসা মানে আত্মীয় পরিতৃপ্তি। স্নান সেরে পাপযুক্ত হলাম কিনা জানি না, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে স্নান করে মনে একটা বেশ পজিটিভ ভাইব জাগলো নিমেষে। যে কোনো কাজ করতেই হবে পারতেই হবে। চরৈবতি চরৈবতি। পরদিন গেলাম চিরকূট পর্বতে। এটি স্তুপ পর্বত। রাম

১৪ বছর বনবাসের সময় সাড়ে এগারো বছর এখানে কাটিয়ে ছিলেন। রামায়ণের রামের পদধূলি অধ্যুষিত স্থানে এসে মনে এক অনন্য অনুভূতির সঞ্চার হয়েছিল। চিত্রকুটে কামতানাম পর্বত পরিক্রমা করা হয়। পর্বত পরিক্রমায় ঈশ্বর লাভ হয়, এই পুণ্য লাভের আশায়, পরিক্রমায় অংশ নিলাম আমরাও। নীচে কামতানাথের মন্দির। মনস্কামনা পূর্ণতা লাভ করে কামতানাস দর্শনে, কামতানাম দর্শন তার প্রায় তিন ঘণ্টা হেঁটে পর্বত পরিক্রমা করলাম। আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা– আধিকাংশই অবাঙালি পরিক্রমা করে চলেছে। দুপাশে নানা মন্দির ও দোকানে সুসজ্জিত। দর্শনের পর রোপওয়ে চড়ে হনুমান ধারা গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে হনুমান মন্দির গেলাম। এখানে এসে জানলাম– হনুমান যখন সীতাকে উদ্ধারের জন্য নিজের লেজের আগুনে লঙ্কা পুড়িয়েছিল তখন তার দেহের তাপ নিবারণের জন্য রামচন্দ্রের পরামর্শে এই স্থানে আসেন দেহ শীতল করার জন্য। এই স্থানের বহুযুগের পুরানো জলধারায় হনুমানের দেহ ঠাণ্ডা হয়। সেই থেকে এটা হিন্দুধর্মের এক পবিত্র তীর্থ হয়ে ওঠে। এরপর গেলাম সীতা–রসুই। মা সীতাদেবী এখানে রান্না করতেন। ভাবতেই অবাক লাগছিল। তারপর গেলাস গুপ্ত–গোদাবরীতে। কথিত আছে, গোদাবরী নদী শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য গোপন পথে এসেছিলেন। পাহাড়ের তলা দিয়ে বহসান গোদাবরী নদী। পাহাড়ী সংকীর্ণ পথে নেমে রাম–দরবার দেখলাম। এখানে রামের দরবার বসত বনবাসের সময়ে। রাম–লক্ষ্মণ–সীতা–র মূর্তি পূজিত হয় এখন। নামার পথেই সীতাকুন্ড। সীতা মা এই কুন্ডতেই স্নান করতেন। কথিত আছে বনবাসকালে মাতা সীতার স্নানের সময় একটি কাক ঠোক্কর দিয়ে আঘাত করে। সেই কাকের নাম জয়ন্ত। সেই ক্ষত নিরাময়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র কাকের একটি চোখ বানের আঘাতে অন্ধ করে দেন। সেই জন্য সমস্ত কাকের একটি চোখ অন্ধ। পাহাড়ের নীচে বহমান গোদাবরী ইতিহাসের এক অনন্য সম্ভার। যুগ যুগ ধরে পাহাড়ের অন্তরালে বয়ে চলেছে গোদাবরী 'গুপ্ত গোদাবরী'। অসাধারণ সেই অনুভূতি– মাথার উপর পাহাড়, পায়ে গোদাবরীর জল। সেই রাত হোটেলে কাটিয়ে পরদিন চললাম মন্দাকিনী নদী পরিক্রমায়। মা মন্দাকিনীর তীরে অবস্থিত পরিত্র 'রামঘাট'। সুসজ্জিত নৌকায় পুণ্যার্থীদের নৌবিহারের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। রঙবেরঙের কারুকার্যমন্ডিত নৌকো সার বেঁধে অপেক্ষামান যাত্রীর আশায়। একটা নৌকোয় করে বেশ কিছুক্ষণ প্রমোদ বিহার চলল। ওপারে গিয়ে নানা মন্দির দর্শন করলাম।

এবার ঘরে ফেরার পালা। গাড়ী করে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে, সেখান থেকে উড়ানে নিজের শহরে। পুরাণ–সম্বন্ধীয় স্থানে এমন এক আধ্যাত্মিকতা দর্শন জাগায় মনে। পূজিত দেবদেবীর দিন যাপনের ভূমি, তাদের চরণ অধ্যুষিত স্থান স্পর্শ করার আনন্দ এক অনাবিল সুখ–সমৃদ্ধ করে অন্তরকে।

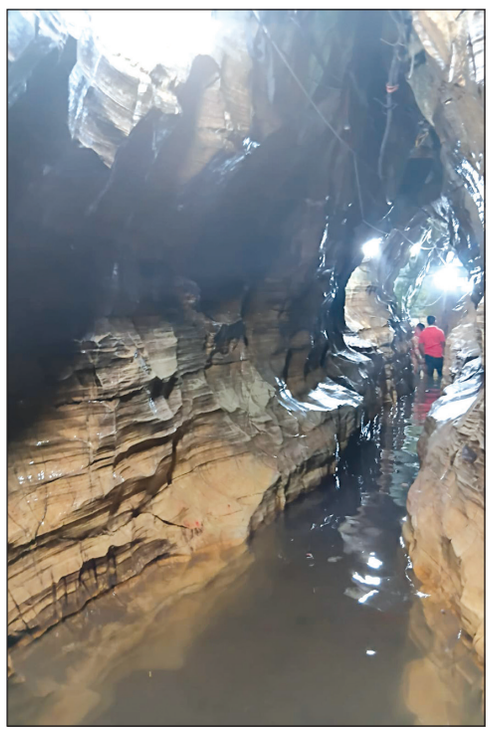

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের ১১২ তম বর্ষ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯২৪ সালের ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানির অস্ত্র লুঠ হয়। বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জি, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, ভুজঙ্গ ধর, কালিদাস বসু, নরেন্দ্র ব্যানার্জি এবং অসমসাহসী বিপ্লবী ও রডা কোম্পানির কর্মচারী আমতার

রসপুর গ্রামের শ্রীশচন্দ্র(হাবু) মিত্রের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় এই অস্ত্র লুঠের কর্মকাণ্ডটি সংগটিত হয়েছিল।সেই অস্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হাওড়ার আমতার রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরীতে ২৬ ও ২৭ আগস্ট দু'দিন ব্যাপী 'বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র(হাবু) মিত্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি' এবং উদং গ্রামের 'হাওড়া মঙ্গলদীপ শিশু কল্যাণ সমিতির যৌথ প্রয়াসে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে 'রডা'র অস্ত্র লুণ্ঠনের ১১২ তম বর্ষ পালিত হলো।

২৬ আগস্ট অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বিপ্লবী হাবু মিত্রের স্মৃতি ফলকে মাল্যদান পর্বের মধ্যে দিয়ে। ২৭ আগস্ট ছিল মূল আলোচনাচক্র রডা অস্ত্র লুণ্ঠন কর্মকাণ্ড বিষয়ে। একই সঙ্গে মঙ্গলদীপ শিশু কল্যাণ সমিতির জনপ্রিয় ১০৮তম 'বুধবারের আড্ডা'–র আসরটিও বসে ওই একই বিষয় নিয়ে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদের গোষ্ঠীর ২ শিক্ষক তথা আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক, লেখক, গ্রন্থ প্রণেতা এবং সচেতন পরিবেশকর্মী প্রদীপ রঞ্জন রীত ও সায়ন দে এবং শিক্ষক সৌমেন মণ্ডল। এছাড়া ছিলেন লাইব্রেরীর সভাপতি ও শ্রীশচন্দ্র(হাবু) মিত্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র,রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্জুন দোলুই, উপপ্রধান রাজকুমার খাঁড়া, সদস্য জলধর বাগ, মদন দে, বুবাই দাস, অভিজিৎ হাজরা, নরেন দেয়াশী, গৌতম সাধুখাঁ, পার্থ দাস, স্নিগ্ধা দাস, অনিল দেয়াশী, বর্ষা মণ্ডল, সাথী মান্না, স্বর্ণালী মণ্ডল প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে বক্তা প্রদীপ রঞ্জন রীত ও সায়ন দের মুখে রডা অস্ত্র লুঠের রোমহর্ষক কাহিনী শুনে উপস্থিত শ্রোতারা বিশেষ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে রডা অস্ত্র লুঠের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন প্রাক্তন শিক্ষক ও গ্রন্থাগারপ্রেমী মদন দে, সদস্য জলধর বাগ, উপপ্রধান রাজকুমার খাঁড়া। এই অনুষ্ঠানে 'বুধবারের আড্ডা' গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট লেখক ও বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র(হাবু)মিত্র স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র মহাশয়কে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী হাবু মিত্রের অবদানকে জনমানসে তুলে ধরার অসামান্য প্রয়াসের জন্য অসীম বাবুকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ তাকে ব্যাচ, উত্তরীয় পরিয়ে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় দুটি গ্রন্থ ও ছড়াসম্বলিত একটি মানপত্র। স্নিগ্ধা দাসের মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে খুবই প্রাণবন্ত।

একাই ১০০ উত্তম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯৯ বছর অতিক্রম করে শতবর্ষের দোরগোড়ায় চিরনায়ক উত্তম। আগামী বছর শততম জন্মবর্ষ উদযাপন হবে ৩ সেপ্টেম্বর। এবছর থেকেই দিকে উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়ে গেল যা চলবে ১ বছর ধরে। আজ হতে শতবর্ষ পরে তাকে আপামর বাঙালি এখনও সমানভাবে মনের মনিকোঠায় রেখে দিয়েছেন। সিনেমা মানে শুধুই উত্তম গগনচুম্বি টিআরপি এখনও চলচ্চিত্র জগতে। টিভিতে উত্তমের সিনেমা মানেই আট থেকে আশি টিভির সামনে বসে পড়ে। দাদু নাতি–নাতনী দিদা মা বাবা সবাই

উত্তম কুমারের ফ্যান এ যেন চলছে, চলবে আর চলবেই। মৃত্যুর ৪৫ বছর পরেও এখনও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক সাদা কালো জগতের উত্তম।

৩ সেপ্টেম্বর নেহেরু চিলড্রেন মিউজিয়ামে ৫ দিনব্যাপী শুধুই উত্তম প্রদর্শনীর সূচনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, কল্যাণী সেন বরাট, চৈতি ঘোষাল, অলকানন্দা রায়, দেবাশীষ কুমার সহ অন্যান্যরা। ঘর ভর্তি লোক কারণ সেখানে উত্তমের উপস্থিতি। এখনও ওই নামটার টানেই নবীন প্রবীণ সকলে একই সাথে একত্রিত হয়। প্রদর্শনীটি আয়োজন করেছে 'কলকাতার কত কথা'। সংগ্রাহকদের সংগ্রহ থেকে স্থান পেয়েছে উত্তম কুমারের ছবি তার সিনেমার পোস্টার এবং মহানায়কের ব্যবহৃত জিনিসপত্র।

অন্যদিকে, উত্তম মঞ্চে উত্তম কুমার স্মৃতির রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এক বর্ণময় সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অভিনেতা অভিনেত্রী সহ গায়ক গায়িকারা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন কুশল চক্রবর্তী, কল্যাণ সেন বরাট, দেবাশীষ কুমার, তৃণা সাহা, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। গানে গানে সন্ধ্যা মাতিয়ে তোলেন শ্রাবণী সেন, জয় সরকার সহ দিকপাল গায়কেরা।

সকালে টালিগঞ্জের উত্তম কুমারের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদর করেন টলিপাড়ার অভিনেতা–অভিনেত্রী সহ শিল্পী সংসদের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে আপামর সাধারণ মানুষ। পুষ্পমালা প্রদান করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য্য।

এছাড়াও উত্তম কুমার প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সংসদ ওইদিন সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সেখানে দুটি ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। একটি উত্তম কুমারের উপর লেখা গ্রন্থ উত্তম এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। লেখক ড.শঙ্কর ঘোষ। এই গ্রন্থের প্রকাশক

কিশলয় প্রকাশন। উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়। তিনি এই গ্রন্থের সার্বিক সাফল্য কামনা করলেন। লেখক শঙ্কর ঘোষ মাধবী মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে জানালেন তাঁর কৃতজ্ঞতা। সঞ্চালনায় ছিলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও দেবাশীষ বসু। অপরটি হল শিল্পী সংসদের দুই কৃতি শিল্পীকে জীবন কৃতি সম্মানে সম্মানিত করা। তাঁরা হলেন ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মূল অনুষ্ঠানের আগে পরে শিল্পী সংসদের বিশিষ্ট শিল্পীরা সংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় মহাজতি সদন জমজমাট ছিল।

ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে সোহান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া আমতার রসপুর গ্রামের শিশু সোহান গাছুই ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে নাম তুলে এলাকায় সাড়া ফেলেছে। বয়স মাত্র ২ বছর ১০ মাস। এই বয়সেই সোহান চিনিয়ে দেয় তাজমহল, কুতুব মিনার সহ ১৫ টি ঐতিহাসিক নিদর্শন, চিনিয়ে দেয় বাস, ট্রেন, লরি সহ ৩৭ টি যানবাহন। বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ করে দেয়– ৪৫ টি জন্তু জানোয়ার, ২০ টি পাখি, ২০ টি ফল, ২০টি ফুল, ২২ টি মাছ, ২৫টি মানব দেহের

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ ৫৫টি বিবিধ বিষয়। এছাড়াও সোহান ১০ টি সাধারন জ্ঞানের উত্তর সঠিক ভাবে বলে দেয়। শিশু সোহানের প্রখর স্মৃতি স্বরূপ ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস কতৃপক্ষ জুলাই (২০২৫) মাসে সোহানকে দেন আইবিআর অ্যাচিভার এর খেতাব। খেতাব স্বরূপ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ সোহানকে দেন শংসাপত্র, মেডেল, ব্যাজ, বই ও কলম। এই খেতাবে উচ্ছসিত সোহানের পিতা সৌমেন গাছুই ও মাতা অনামিকা বিশ্বাস গাছুই। একেবারে সাধারণ পরিবারের এই শিশুর সম্মানে খুশি এলাকাবাসী।

সাইকেল চালাতে চালাতেই ছবি আঁকেন সমরেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অদ্ভুত প্রতিভা, সাইকেল চালানো অবস্থায় ছবি আঁকে গ্রামের মানুষজনকে চমকে দিচ্ছেন পাথরপ্রতিমার সমরেশ মাইতি। শুধু সাইকেল চালানো অবস্থায় নয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দিয়ে ছবি আঁকেন তিনি।

সন্দুরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল পাথরপ্রতিমার শিল্পীর এমন দক্ষতা নজর কেড়েছে সকলের। ছোট থেকে ছবি আঁকতে ভালবাসতেন তিনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচ জনের থেকে একেবারে ভিন্ন উপায়ে বিকল্প কিছু করার চিন্তা করতে শুরু করেন তিনি।

চরম দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা সমরেশের অভাবের সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছোটবেলায় বাবা প্রয়াত

হয়েছেন, তার পর থেকে রীতিমত চলেছে বাঁচার লড়াই। তবে কোন কিছুতেই দমে যাননি তিনি। কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে তিনি রপ্ত করেছেন আঁকার বিভিন্ন কৌশল। এই কৌশলে মুগ্ধ অনেকেই। তাঁর কাছে এখন আঁকা শিখতে আসেন প্রচুর ছাত্র–ছাত্রী।

কখনও আগুন দিয়ে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পকর্ম তো কখনও মুখ ও চোখ দিয়ে ছবি এঁকে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। আগুন জ্বালিয়ে চোখের নিমেষে সাদা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলেন প্রখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের অবয়ব।

এই ধরণের কাজ তিনি কেন করছেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, 'ছোট থেকে একটু অন্য কিছু করতে চেয়েছিলাম। প্রবল অর্থকষ্টে বড় হয়েছি। আঁকার প্রতি ছোট থেকেই আগ্রহ রয়েছে। শিল্পকর্মের জেরে সকলের থেকে আলাদা কিছু করার একটা খিদে আমাকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়াত। মাথায় আসে একের পর এক কৌশল। সেগুলো কাজে লাগিয়েই এই সাফল্য পেয়েছেন তিনি।'

মহা সমারোহে ক্যানিংয়ে পালিত হল করম উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল অডিটোরিয়াম মঞ্চে জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হল আদিবাসীদের 'করম উৎসব' পূজা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন আদিবাসীদের অন্যতম কর্মকর্তা দ্বারা করম গাছ পূজা ও ধামসা মাদল নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পাশাপাশি ভগবান বিরসা মুন্ডা, কার্তিক ওরাংদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সভাপতি বাসুদেব

সরদার, সম্পাদক বকুল সরদার, পুজা কমিটির সভাপতি বিষ্ণুপদ সরদার, গোসাবা ব্লক সম্পাদক কিনু সরদার, সুন্দরবন আদিবাসী বিরসা মুন্ডা উন্নয়ণ সমিতির সহ সম্পাদক প্রশান্ত মাহাতো, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের বাসন্তী ব্লক সভাপতি গোবিন্দ সরদার, ক্যাশিয়ার গোবিন্দ সরদার, এসটিএসসি জয়েন্ট ফোরামের সদস্য চন্দন মাহাতো, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের বাসন্তী ব্লক সহ সভাপতি স্বপন সরদার, সমাজসেবী শরৎ মাহাতো, সহদেব সরদার, স্বপন মাহাতো পরিতোষ মুন্ডা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। আদিবাসী সমাজের বিশিষ্টদের কথায় 'এই পৃথিবীর আদিতে এই পৃথিবীর রুপ, রস, গন্ধে তুমি, জলে তুমি, জঙ্গলে তুমি, জমিতে তুমি, হে বীর তুমিই পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। তোমার নৈষ্ঠিক আরাধনা পৃথিবীর শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত, বৃক্ষ আরাধনায় আদিবাসী সমাজ আদিকাল থেকে সদা প্রচেষ্টারত তাই তারা করম,সহরাই এর বহুবিধ পূজার আয়োজন করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন এই বৃক্ষ একমাত্র পৃথিবী রক্ষা করতে পারে সেই বৃক্ষ পূজারী আদিবাসী করম পূজার মাধ্যমে প্রকৃতিকে সম্মান জানানো। আধুনিকতার বেড়া জালে এখন আদিবাসীদের এই অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদেরকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, অধিকার, ছলে বলে হরণ করা হচ্ছে। যারা এই আদিবাসী সমাজকে ধ্বংস করছেন তাঁরা নিজেরাও জানেনা যে তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই প্রকৃতি রক্ষার্থে আদিবাসী অধিকার সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ভাষা ও সমাজ বাঁচানোর প্রচেষ্টা চালাতেই হবে আমাদেরকে।' অন্যদিকে, ক্যানিংয়ের বন্ধুমহলে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে ও করম উৎসব পালিত হয়। এদিন আয়োজিত করম উৎসব উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। সারারাত চলে আদিবাসী সমাজের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বিশেষ নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : থিয়েটার ইন এডুকেশন এই প্রকল্পে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার বিশেষ নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল চারঘাট মিলন মন্দির বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় ও খাঁটুরা প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতন বালিকা বিভাগের। গত ২১ আগস্ট এই কর্মশালা শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছে ২৮ আগস্ট। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৫৮ জন শিশু কিশোর এই কর্মশালায় অংশ নেয়। ২১ আগস্ট উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পীযূষকান্তি দাস। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। ২৬ আগস্ট বালিকা বিদ্যালয়ে সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকা নন্দিনী ভট্টাচার্য্য। দুটি বিদ্যালয়েই ছাত্রছাত্রীরা ৪টি করে বিভাগে ৪টি করে নাটক উপস্থাপন করে প্রতিটি নাটকে সামাজিক

অবক্ষয়ের পুনঃনির্মাণের কথা বলা হয়েছে। নারী নির্যাতন, শিক্ষকদের প্রতি অত্যাচার, বাল্যবিবাহ, মোবাইল ব্যবহার, বৃক্ষছেদন এই ছিল নাটকের বিষয়। দুটি বিদ্যালয়েই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। কর্মশালার শেষ দুটি পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক পীযূষকান্তি দাস, ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার, সাংবাদিক জাহাঙ্গীর হাবিব, রেজোয়ানুর হাবিব, সুব্রত দাস, মেহেদী সানি, নন্দিনী ভট্টাচার্য্য, দীপক কুমার দাঁ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সমগ্র কর্মশালায় তিন দিনে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, নাট্য শিল্পী পবিত্র সরকার, দেবব্রত মজুমদার, দিয়া দাস, অতনু দাস প্রমুখ সদস্যগণ।

বিনামূল্যে আলো ফিরিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ বারাসাত রোটারি ক্লাব

সোমনাথ পাল : দক্ষিণ বারাসাতের মানুষদের জন্য ২৫ বছর ধরে নিরলসভাবে সামাজিক সেবায় নিয়োজিত রোটারি ক্লাব অফ দক্ষিণ বারাসাত। মানুষের কল্যাণে তাদের অন্যতম উদ্যোগ হলো রোটারি দক্ষিণ বারাসাত আই হাসপাতাল, যা বিনা মূল্যে চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে আসছে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে শুধু দক্ষিণ বারাসাত নয়, বরং বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং থেকে শুরু করে সুন্দরবনের

প্রত্যন্ত গ্রামের অসংখ্য মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ, উন্নত সার্জারি– সবই এই হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়।

রোটারি দক্ষিণ বারাসাত আই ফাউন্ডেশনের সম্পাদক দেবব্রত দাস জানিয়েছেন, 'প্রতি বছর প্রায় ৬,০০০–৭,০০০ মানুষের চক্ষু চিকিৎসা আমরা বিনা মূল্যে করি। এখন পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশি অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের হাসপাতালে ৩০টি বেড, ৭ জন সার্জন ও ১৩ জন চিকিৎসক ও সহযোগী স্টাফ রয়েছেন। আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ক্যাম্প করি, রোগীদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে আনা, চিকিৎসা, খাবার, ওষুধ, চশমা–সবই দিয়ে আবার সুস্থ করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিই। এই সমস্ত কিছু একেবারেই বিনামূল্যে'

তবে বর্তমানে হাসপাতালটি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন। সরকারি সাহায্য নিয়মিত না পাওয়ায় পরিষেবা প্রদানে বারবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দেবব্রত দাস সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন যাতে এই মহৎ উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে সহায়তা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অফ দক্ষিণ বারাসাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো এই প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করা, যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষ সহজলভ্য চিকিৎসা পান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এই সেবামূলক কার্যক্রম ইতিমধ্যেই এক বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ক্লাবের মূল বার্তা একটাই– "মানুষের পাশে থেকে সেবা করাই আমাদের দায়িত্ব।" স্থানীয় মানুষ আশাবাদী যে ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ অসংখ্য দৃষ্টিহীন মানুষের চোখে আলো ফিরিয়ে দেবে।

লিখেছেন

গল্প

অনিন্দিতা মণ্ডল • সুকুমার মণ্ডল
কৌশিক রায়চৌধুরী • তৃষ্ণা বসাক
ঋতুপর্ণ বিশ্বাস • শতদ্রু মজুমদার
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় • শৌভিক গাঙ্গুলী
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় • শ্যামলী বসু
ও অরুণোদয় ভট্টাচার্য

ধর্ম ও দর্শন

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় • প্রণব গুহ

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

সন্তোষ দত্ত • ঋত্বিক ঘটক
নচিকেতা ঘোষ • গুরু দত্ত
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় • তৃপ্তি মিত্র

উপন্যাস

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

প্রিয়ম গুহ

আলোচনা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

স্মৃতি পথে

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবন্ধ

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় • মধুময় পাল
দীপককুমার বড় পণ্ডা • জয়ন্ত চৌধুরী
নন্দলাল ভট্টাচার্য • সুলগ্না চক্রবর্তী
ও বিধান সাহা

কবিতা

জগদীশ শর্মা • সুনন্দ ভৌমিক
প্রভাস মজুমদার • সৌম্য ঘোষ • দত্তা রায়
প্রবীর মণ্ডল • স্মৃতি দত্ত • তানিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
ভরত বৈদ্য • অমর চক্রবর্তী • স্বস্তিকা ঘোষ
ভীম ঘোষ • প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় • ইলা দাস
অরুণকুমার মান্না • আরতি দে • অভিজিৎ মিত্র
বিবেকানন্দ নস্কর • অশোক কুমার ভট্টাচায
অভিনন্দন মাইতি • গৌর দত্ত পোদ্দার • বিজন চন্দ
বিউটি পাল • ইলা চৌধুরী • অসীম চক্রবর্তী
স্মৃতিকণা চট্টোপাধ্যায় • বিশ্বনাথ অধিকারী

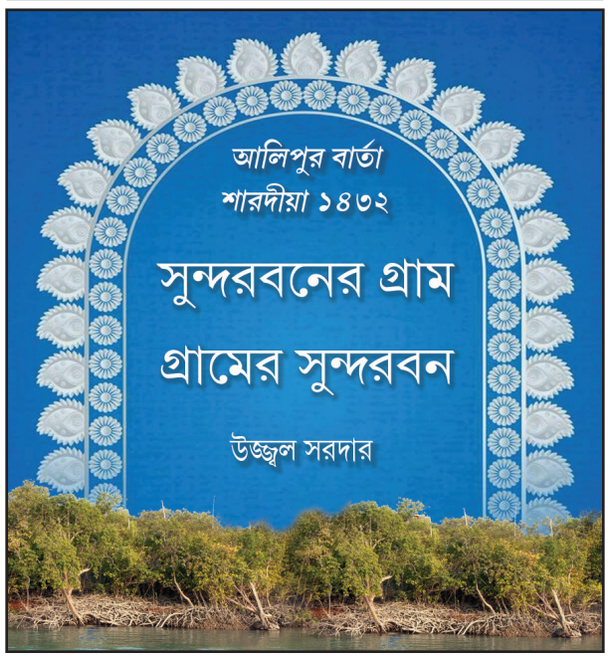

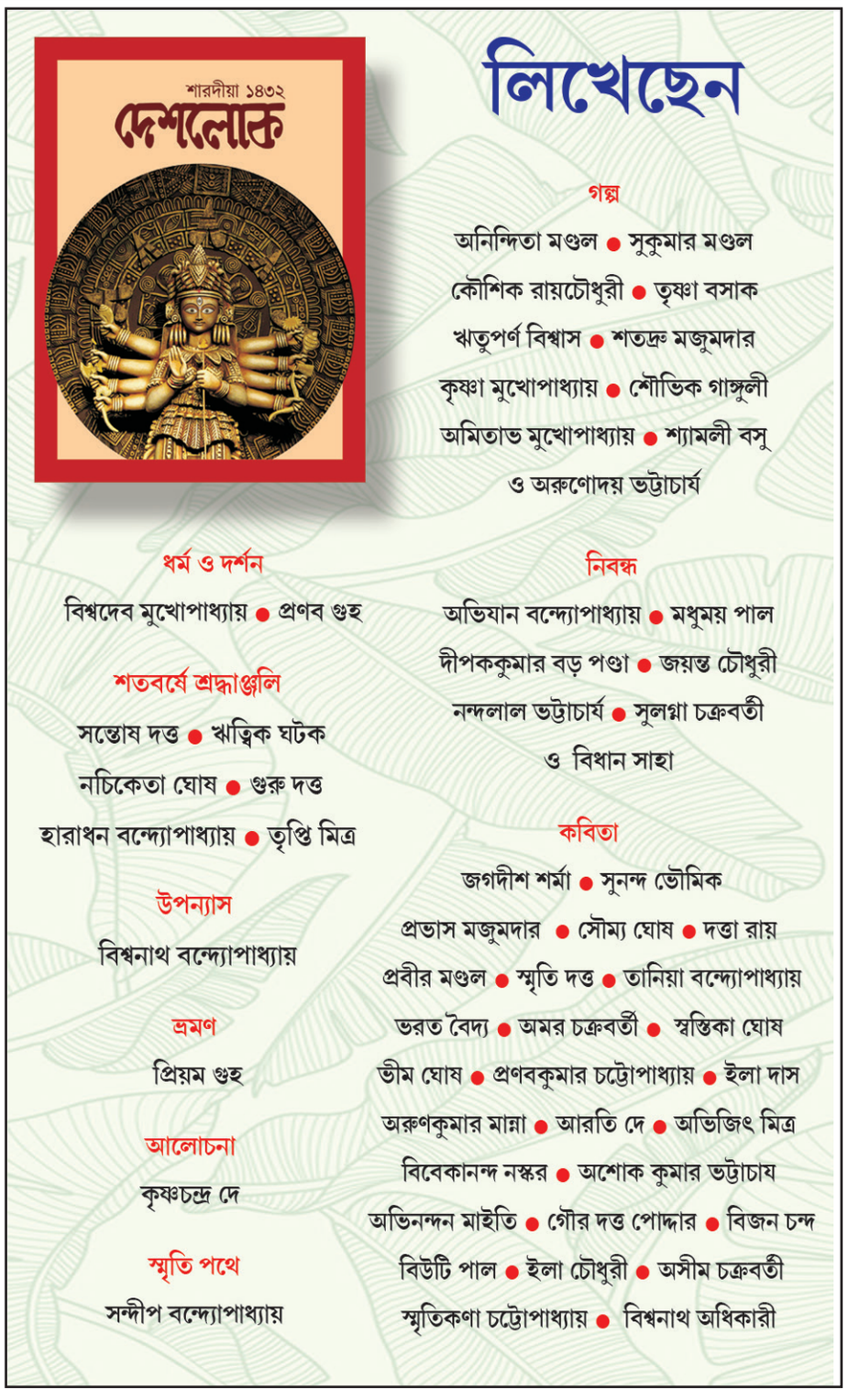

আতশ কাচে

মান্নার জন্মবার্ষিকী

প্রবাদপ্রতিম ফুটবলার শৈলেন মান্নার ১০২ তম জন্ম দিবস নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে নবান্নে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস শৈলেন মান্নার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন রবীন্দ্র সরোবরে এভিনিউ সম্মিলনীর মাঠে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেছিল। প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলার কিংবদন্তি ফুটবলার শৈলেন মান্নার ছবিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন।

লক্ষ্য কমনওয়েলথ

২০৩০-এর কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের জন্য ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিয়েছে। দু দশক পর বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠান দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। লন্ডনে কমনওয়েলথ স্পোর্ট প্রেসিডেন্ট ড. ডোনাল্ড রুকারের কাছে এই প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কমনওয়েলথ গেমস অ্যাসোশিয়েশন এবং গুজরাত সরকারের প্রতিনিধিরা। প্রস্তাবে কমনওয়েলথ গেমসের শতবর্ষের অনুষ্ঠানটির আয়োজক শহর হিসেবে আমেদাবাদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাফ জয়

ভারত, মহিলাদের অনূর্ধ্ব ১৭ সাফ ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতেছে। থিম্পুর ছাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে তারা ৫-০ গোলে নেপালকে হারিয়ে দেয়। এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সব কটিতেই জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ভারত, তালিকার শীর্ষে থাকে।

সিন্ধুর বিদায়

ভারতের পি ভি সিন্ধু বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নেন। প্যারিসে মহিলাদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সিন্ধু ইন্দোনেশিয়ার পুত্রী কুসুমা ওয়ারদানির কাছে ১৪-২১, ২১-১৩, ১৬-২১ গেমে পরাজিত হয়েছেন। মিক্সড ডাবলসে ধ্রুব কাপিলা, তানিশা ক্রাস্টোও কোয়ার্টার ফাইনাল হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

ক্রীড়াদিবস পালন

হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের ১২০ তম জন্মবার্ষিকী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। দিনটি জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং কলকাতা পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত পদ্মপুকুর রোড ও শরৎ বোস রোডের সংযোগস্থলে এক অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ধ্যানচাঁদের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন আইএফএর সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি, পুর প্রতিনিধি অসীম বসু, ক্রীড়া দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ সিনহা ও হকি খেলোয়াড়েরা।

মিনার্ভাকে সংবর্ধনা

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া নতুন দিল্লিতে মোহালির মিনার্ভা অ্যাকাডেমি ফুটবল ক্লাবের তরুণ ফুটবলারদের সংবর্ধিত করেছেন। তিনি ইউরোপ জুড়ে তাদের জয়যাত্রার বিষয়টিকে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এক নতুন সূচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য, ২২ জন খেলোয়াড়ের অনূর্ধ্ব ১৪-১৫-র এই দলটি এবছর জুলাই-আগস্ট মাসে সুইডেনের গোথিয়া কাপ, ডেনমার্কের ডানা কাপ এবং নরওয়ে কাপ জিতে ইতিহাস তৈরী করেছে।

বড় সিদ্ধান্ত

ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা কাটাতে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল সুপ্রিম কোর্ট। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে 'শর্ট অর্ডারে' শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, আগামী মরশুমে আইএসএল-সহ অন্যান্য পেশাদার টুর্নামেন্টগুলির আয়োজনের জন্য টেন্ডার ডাকতে পারবে এআইএফএফকে। তবে সেই টেন্ডারের গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারিতে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও, তিনি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় নজরদারির জন্য পেশাদার সদস্যদের নিয়োগ করতে পারেন।

কল্যাণীর সঙ্গীতার গোলেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে ইস্টবেঙ্গল

সুমনা মণ্ডল: স্পর্ধার মশাল লাল হলুদের মেয়েদের হাতেই। মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রিলিমিনারি পর্বের প্রথম ম্যাচে কম্বোডিয়ার নম পেন ক্রাউন এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল লাল হলুদ ব্রিগেড। এবার দ্বিতীয় ম্যাচেও অপরাজিত রইল তারা। কাম্বোডিয়ার ন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে হংকংয়ের দল কিচি এফসির বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করল লাল হলুদের মেয়েরা। তাতেই এই প্রথমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে পৌঁছে গেল অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের দল। তাও আবার গ্রুপ শীর্ষে থেকেই। এর আগে ভারত থেকে একমাত্র ওড়িশা এফসি মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই তালিকায় যুক্ত হল ইস্টবেঙ্গল।

কম্বোডিয়ার মাটিতে দাপুটে ফুটবল শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ৯ মিনিটে কল্যাণীর মেয়ে সঙ্গীতা বাসফোরের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধ এই এক গোলে শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ৫৭ মিনিটে কিচি এফসি-র মুই মেই হো গোল করে খেলায় সমতা ফেরান। এরপর খেলায় আর কোনো গোল না হওয়ায় ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে, গ্রুপ ই-র শীর্ষে থেকে এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে চলে যায় ইস্টবেঙ্গল। এর আগে গোল করে ভারতকে এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের মূলপর্বে তোলার পর ক্লাব ফুটবলেও আবার গোল করে ইস্টবেঙ্গলকেও এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে তুললেন বঙ্গতনয়া সঙ্গীতা বাসফোর। ১১ সেপ্টেম্বর মূলপর্বের ড্র ঘোষিত হবে।

ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে মহিলাদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলার ছাড়পত্র পায় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। এরপরই দল গড়ায় মন দেয় ম্যানেজমেন্ট। ইন্ডিয়ান উইমেনস লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের ১৪ জনকে ধরে রাখা হয়। সঙ্গে নেওয়া হয় উগান্ডার জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড ফাজিলা ইকওয়াপুট এবং মিডফিল্ডার আমনা নবাবিকে। এছাড়া নাইজেরিয়ার ডিফেন্ডার মরিন ওকপালা এবং ঘানার আবেনা ওপোকুকেও দলে নেওয়া হয়।

এরপর চলে কল্যাণীতে প্রস্তুতি শিবির। আরও একবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের নাম উজ্জ্বল করল ইস্টবেঙ্গল। এর আগে পুরুষ দল প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে বিদেশে এশিয়ান কাপ জিতে নজির গড়েছিল। এবার বিদেশের মাটিতে মশাল জ্বালালেন সঙ্গীতারা।

ডার্বির নায়ক দিমিকে বিদায় জানাল লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হতে পারেন তিনি ডার্বির নায়ক। কিন্তু এইমুহূর্তে তিনি 'ইস্টবেঙ্গলের কাছে মূল্যহীন। তাই 'গ্রিক তারকা' বিদায় বন্ধু বলে দিল লাল হলুদ। লাল হলুদ জার্সিতে এরপরের কোনও ডার্বিতে আর দেখা যাবে না দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের গোল বা সেলিব্রেশন। কারণ, ডুরান্ড ডার্বির ১৫ দিন কাটতে না কাটতেই হয়ে গেল গোল্ডেন হ্যান্ডশেক।

ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে এই গ্রিক স্ট্রাইকারই জোড়া গোল করে জিতিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলকে। সদ্যই সন্তানের বাবা হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন দেশে। তখনই সিদ্ধান্ত যেন নেওয়া হয়ে গিয়েছিল একাধিক সুযোগ নষ্টের স্ট্রাইকারকে সরানোর। সোমবার সেই সিদ্ধান্তই জানিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। তবে একেবারে আচমকাই। পারস্পরিক সম্মতিতেই এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছে বলে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে। ক্লাবের তরফ থেকে লেখা হয়েছে, 'দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ও ইস্টবেঙ্গল উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সম্পর্ক ছিন্ন করছে। ক্লাবে তাঁর অবদানের জন্য দিমিকে ধন্যবাদ জানাই।'

গত মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে ২ বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন দিয়ামান্তাকোস। কিন্তু তাঁকে ঘিরে যতটা প্রত্যাশা, সেই মান দেখাতে পারেননি লাল হলুদে। কেরালার হয়ে আইএসএলে সর্বাধিক গোলদাতা হলেও, ইস্টবেঙ্গলে সমস্ত টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৩২ ম্যাচে করেছেন ১২টি গোল। গত মরশুমে আইএসএলে ১৯ ম্যাচে মাত্র ৪ গোল ছিল দিয়ামান্তাকোসের নামের পাশে। ফলে, গ্রিক-গডকে নিয়ে সমালোচনা পিছু ছাড়েনি কখনই। এবার ডুরান্ড ডার্বিতে জোড়া গোল করে দলকে জেতালেও তাঁর ফুটবলে খুশি ছিলেন না কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। এমনকি সেমিফাইনালে হারের পর কোনও রাখঢাক না-করেই দলের বিদেশি স্ট্রাইকারের পারফরম্যান্স নিয়ে সরব হয়েছিলেন স্প্যানিয়ার্ড কোচ। এরপরই যেন সিলমোহর পড়ে। অতীতে, আন্তর্জাতিক স্তরে গ্রিক স্কোয়াডের সদস্য ছিলেন দিয়ামান্তাকোস। ২০১২ সালে উয়েফা ইউরোপিয়ান অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হয়েছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি গ্রিসের সিনিয়র ফুটবল দলের হয়েও তিনি পাঁচটি ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু লাল হলুদের মোহভঙ্গ হতে সময় নেয়নি। তাঁকে বিদায় জানানোর অর্থই, ষষ্ঠ বিদেশির আগমন ঘটবে ক্লাবে। সেখানে কোনও চমক আছে কিনা, তাই এখন দেখার।

১৭ বছর পর ভারতে বসছে ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য সুখবর। ২০২৬ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে ভারতের মাটিতে। সোমবার ব্যাডমিন্টনের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন (বিডাব্লুএফ) ঘোষণা করেছে, ২০২৬ সালের আগস্ট মাসে ভারতে রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চাম্পিয়ানশিপ। শেষবার ২০০৯ সালে ভারতে হায়দরাবাদ শহরে আয়োজিত হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় দুই দশক (১৭ বছর)। ফের ২০২৬ সালে এই মেগা টুর্নামেন্টের আসর বসবে ভারতে। আয়োজক শহর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দিল্লিকে। চলতি বছরে প্যারিসে বসেছিল ব্যাডমিন্টনের সর্বোচ্চ টুর্নামেন্ট। এদিন প্যারিসে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিলেন বিডাব্লুএফ প্রেসিডেন্ট খুনিয়িং পাতামা লিস্বাদব্রাকুল এবং ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় মিশ্র। তখনই আগামী ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের আসর ভারতে বসার কথা ঘোষণা করা হয়। আগামী বছরের আয়োজক দেশ হিসাবে ভারতকে বেছে নেওয়ায় দেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এবং কোচেরা উল্লসিত। এই বিষয়ে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় মিশ্র বলেন, 'আমরা আশ্বস্ত করছি, ভারত এই টুর্নামেন্টের আয়োজনে কোনও খামতি রাখবে না। প্যারিসে যেভাবে নিপুণ দক্ষতা ও বর্ণাঢ্য ভাবে আয়োজিত হয়েছে এই মেগা ইভেন্ট, সেই ধারা বহন করবে ভারতও। দিল্লিতে ব্যাডমিন্টন তারকাদের স্বাগত জানানোর জন্য আমরা তৈরি।" প্রসঙ্গত, চলতি বছরে ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে মোট ১৫টি পদক জিতেছে ভারত। এর মধ্যে একাই ৫টি পদক জিতেছেন পিভি সিন্ধু। দেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এবং কোচরা মনে করছেন, ভারতের উঠতি প্রজন্মের খেলোয়াড়দের জন্য বড় সুযোগ চেনা পরিবেশে, সমর্থকদের সামনে ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে পারা।

শিক্ষকদের চতুর্দলীয় প্রীতি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। এই খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে ৩ সেপ্টেম্বর জয়নগরের চন্দনেশ্বর নবীন চাঁদ হাইস্কুলে হয়ে গেল চতুর্দলীয় প্রীতিমূলক ফুটবল খেলা। এদিন জয়নগর চক্র এবং জয়নগর উওর চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের ৪টি দল অংশ নেন। জয়নগর উওর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষের উদ্যোগে এদিনের এই খেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মণ্ডল,

নবীনচাঁদ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অতীন বরণ মহাপাত্র, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি নস্কর, প্রাক্তন শিক্ষক পুষ্পেন্দু শেখর মান্না সহ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। ফাইনালে বিজয়ী হন জয়নগর উওর চক্রের প্রাথমিক শিক্ষকরা। এই খেলায় অংশ নেওয়া শিক্ষকদের সম্মান জানানো হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবলের প্রতি শিক্ষকদের ভালবাসা বাড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন উদ্যোক্তা অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। এদিনের এই খেলা দেখতে মাঠে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল।

সুপার সিক্সে উঠতে ব্যর্থ সবুজ মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোটে গাছটি মুড়লো। মোহনবাগানের কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের খেলার আশা কার্যত শেষই হয়ে গেল। মঙ্গলবার সুরুচি সংঘ ও কাস্টমস নিজেদের ম্যাচ জেতায় গ্রুপ'এ তে প্রথম ৩ দলের মধ্যে মোহনবাগান আর কোনওভাবেই থাকতে পারছেনা। মেসারার্সের বিরুদ্ধে স্থগিত ম্যাচে মোহনবাগান ৩ পয়েন্ট পেলেও, তাদের পক্ষে সুপার সিক্সে পৌঁছনোর সম্ভাবনা নেই।

মোহনবাগান এই মুহূর্তে ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট তালিকার পঞ্চম স্থানে রয়েছে। গ্রুপ-এ তে ইস্টবেঙ্গল ১১ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সুরুচি সংঘের সমসংখ্যক ম্যাচে পয়েন্ট ২২। ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে কাস্টমস গোল পার্থক্যে রয়েছে তৃতীয় স্থানে। চতুর্থ স্থানে আছে পুলিশ এসি। তাদেরও পয়েন্ট মোহনবাগানের চেয়ে বেশি। ১১ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট। এই পরিস্থিতিতে মোহনবাগান যদি মেসারার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ জেতেও তাহলে পয়েন্ট দাঁড়াবে ১১ ম্যাচে ২০। তাই গ্রুপের প্রথম তিন দলে থাকার সুযোগ থাকছেনা সবুজ মেরুন দলের। প্রসঙ্গত, গত ১৩ অগাস্ট মেসারার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে মোহনবাগান দল নামায়নি। ডুরান্ড কাপে খেলার জন্যে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল বলে মোহনবাগান জানিয়েছিল। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ওইদিন সূচি মেনেই আইএফএ ম্যাচ আয়োজন করেছিল। মেসারার্স মাঠে নামে। মোহনবাগান ও মেসারার্স এর এই স্থগিত ম্যাচটাকে নিয়ে আইএফএ এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। মোহনবাগান ১০ ম্যাচে ৫ জয় পেয়েছে, ২ ড্র করেছে আর ৩ ম্যাচ হেরেছে। অন্যদিকে বি গ্রুপে প্রথম ৩টি দল হল ইউনাইটেড স্পোর্টস, ইউনাইটেড কলকাতা ও ডায়মন্ড হারবার এফসি।

এশিয়া কাপে জার্সিতে নেই স্পনসর!

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেখানে ভারতীয় দলকে স্পনসর করার জন্য মুখিয়ে একাধিক সংস্থা, তখন আইনি প্যাঁচেই জার্সি স্পনসর ছাড়াই এশিয়া কাপে খেলতে নামতে হবে সূর্যকুমার শুভমনদের। ড্রিম ইলেভেনের সঙ্গে চুক্তি ভাঙতে হয়েছে বিসিসিআইকে। এরপর এত দ্রুত নতুন স্পনসরও নিতে পারেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে এবার একেবারে দেখেশুনেই পা ফেলতে চায় বিসিসিআই। তাই নতুন স্পনসর পেতে আরও বেশি সময় লাগছে। মঙ্গলবারই এই স্পনসরশিপের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে বিসিসিআই। সেখানে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অফেরতযোগ্য ৫ লাখ টাকা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আবেদনপত্র নিতে চাইলে দিতে হবে ৫৬৭৫ ডলার। ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে বিড ডকুমেন্টস। তবে বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, আইইওআই, 'ইনভাইটেশন অব এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট' কেনা মানেই বিড করার অধিকার পাওয়া নয়। শুধুমাত্র যোগ্যতা যাচাইয়ের পরেই কোনও সংস্থা আসল বিডে অংশ নিতে পারবে। একই সঙ্গে বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে, প্রয়োজন মনে করলে যে কোনও সময় এই পুরো প্রক্রিয়া বাতিল বা পরিবর্তন করার অধিকার তাদের আছে। এদিকে এশিয়া কাপ শুরু হয়ে যাবে ৯ সেপ্টেম্বর। ভারত নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে পরের দিন ১০ সেপ্টেম্বর। তাই সূর্যকুমারের দলের জার্সিতে মূল লোগো দেখার সম্ভাবনা রইল না। তবে টুর্নামেন্ট চলবে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রথম ৭ দিন ভারতের জার্সিতে স্পনসর না থাকলেও পরের ১১ দিন দেখা যেতে পারে নতুন স্পনসর। এ বার স্পনসর নির্বাচনে বিসিসিআই এবার স্পষ্ট জানিয়েছে, মদ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, বাজি বা জুয়ার সাইট, ক্রিপ্টোকারেন্সি (ভার্চুয়াল মুদ্রা), অনলাইন মানি গেমিং, তামাকজাত পণ্য কিংবা জনসমাজের নৈতিকতাকে আঘাত করতে পারে (যেমন-পর্নোগ্রাফি), এমন কোনো প্রতিষ্ঠান আবেদন করতে পারবে না। দশ তালিকা পরিষ্কার জানিয়েছে বিসিসিআই, যারা কোনওভাবেই যাতে আবেদন না করতে পারে। তারমধ্যে রয়েছে অনলাইন গেমিং, বেটিং বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত সংস্থা, ক্রিপ্টো ট্রেডিং ব্যবসায় জড়িত সংস্থা,মদ প্রস্তুতকারী সংস্থা, তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী সংস্থা, পর্নোগ্রাফিতে যুক্ত সংস্থা, স্পোর্টসওয়্যার প্রস্তুতকারক সংস্থা, ব্যাঙ্ক ও ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দেওয়া সংস্থা, নন-অ্যালকোহলিক কোল্ড ড্রিঙ্কসের সংস্থা, পাখা, মিক্সার গ্রাইন্ডার এবং তালা প্রস্তুতকারক সংস্থা ও বীমা সংস্থা।

দ্রুততম সাঁতারু রূপে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্নে মগ্ন প্রত্যয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ আগষ্ট বহরমপুর গোরাবাজার কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে ভাগীরথী নদীর জলে বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল। ৭৯তম ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় ৮০ জন সাঁতারু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় ৩ জন মহিলা সহ ২১জন ও ১৯কিমি প্রতিযোগিতায় ৩৮ জন পুরুষ এবং ২১জন মহিলা সাঁতারু অংশগ্রহণ করেন।

৮১ কিমি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বর্ধমানের প্রত্যয় ভট্টাচার্য্য, তিনি সময় নেন ১০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড। ১১ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশের মোঃ নুরুল ইসলাম। তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশের নয়ন আলি, তিনি সময় নেন ১১ঘণ্টা ১৯ মিনিট ২ সেকেন্ড।

অপরদিকে, ১৯ কিমি সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু হয় জিয়াগঞ্জ সদর ঘাটে। প্রথম হন কলকাতার মৌবনী পাত্র, তিনি সময় নেন ২ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৫২ সেকেন্ড। দ্বিতীয় হন বাংলাদেশের মুক্তি খাতুন,

তিনি সময় নেন ২ ঘণ্টা ২২মিনিট ০২ সেকেন্ড। ২ঘণ্টা ২২মিনিট ২৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় হন বাংলাদেশের সোনিয়া আক্তার।

পুরুষ বিভাগে প্রথম হন লেক টাউনের গৌরব কাবেরি, তিনি সময় নেন ২ঘণ্টা ১৩ মিনিট ২৫ সেকেন্ড। দ্বিতীয় হন বাংলাদেশের ফয়সাল আহমেদ, তিনি সময় নেন ২ঘণ্টা ১৫মিনিট। তৃতীয় হন জুয়েল আহমেদ তিনি সময় নেন ২ঘণ্টা ১৭মিনিট।

বিশ্বের এই দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা দেখার জন্য ভাগীরথী তীরে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসার সভাপতি রামানুজ মুখার্জি, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আইজুদ্দিন মণ্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য অশেষ ঘোষ, মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ দাস, মহম্মদ মনিরুল আলম ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

এই সাফল্যের ধারাতেই উজ্জীবিত প্রত্যয় তাঁর প্রত্যয়ী ব্যতিক্রমী ভাবনায় ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্নকে সযত্নে পালন করে চলেছেন অন্তরের গহিনে। তবে, সেই লক্ষ্যপূরণে তাঁর সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা (স্পনসরড) একান্তই প্রয়োজন। বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্য্য এবং শর্মিলা ভট্টাচার্য্যের একমাত্র সন্তান প্রত্যয় কর্মসূত্রে বর্তমানে কলকাতার বাগুইআটির বাসিন্দা হলেও নিয়মিত বর্ধমানের বাড়িতে যাতায়াত করেন। ভারতীয় টিম এবং সাই(স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া)-এর প্রাক্তন সাঁতার প্রশিক্ষক বিশ্বজিৎ চৌধুরীর অধীনে প্রত্যয় ভট্টাচার্য্য কলকাতার লেকটাউনের লেকে নিয়মিত অনুশীলন করছেন। বর্ধমানের এই ভূমিপুত্র জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ইতিমধ্যেই একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এবং কুয়েত ও উজবেকিস্তানে আয়োজিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে, একবার হংকংয়ে আয়োজিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের সুযোগ এলেও ভিসা সংক্রান্ত বিলম্বের কারণে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতায় একটি মিটিংয়ের পর প্রত্যয় আলিপুর বার্তাকে জানালেন তাঁর সাঁতার জগতে এযাবৎকালের লড়াই আর স্বপ্নের কাহিনি। তিনি বলেন, আমি এবার ভারতের দ্রুততম সাঁতারু হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল জয় করতে চাইছি এবং সেজন্য আমাকে ৮ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে সেটা অতিক্রম করতেই হবে। তবে, ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্নপূরণের জন্য কমপক্ষে ১৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা না পেলে আমার একার পক্ষে এই লক্ষ্যপূরণ করা কার্যত অসম্ভব।

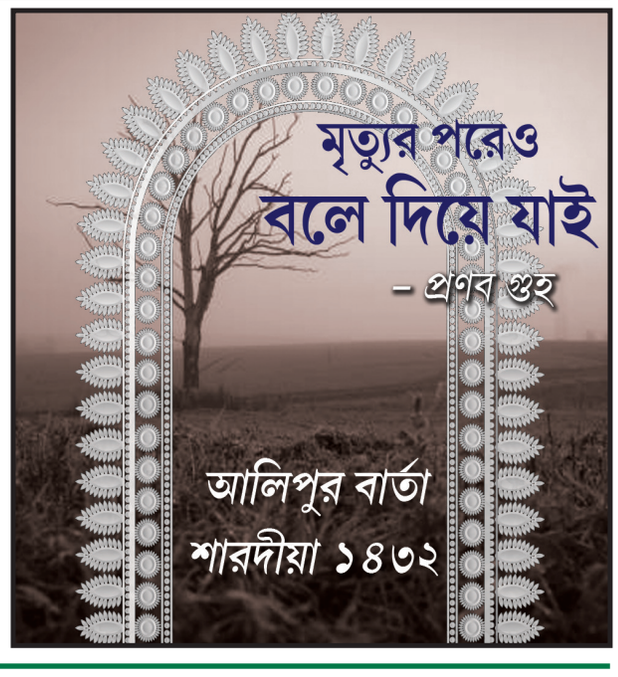

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com